খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

বুদ্ধ পূর্ণিমা

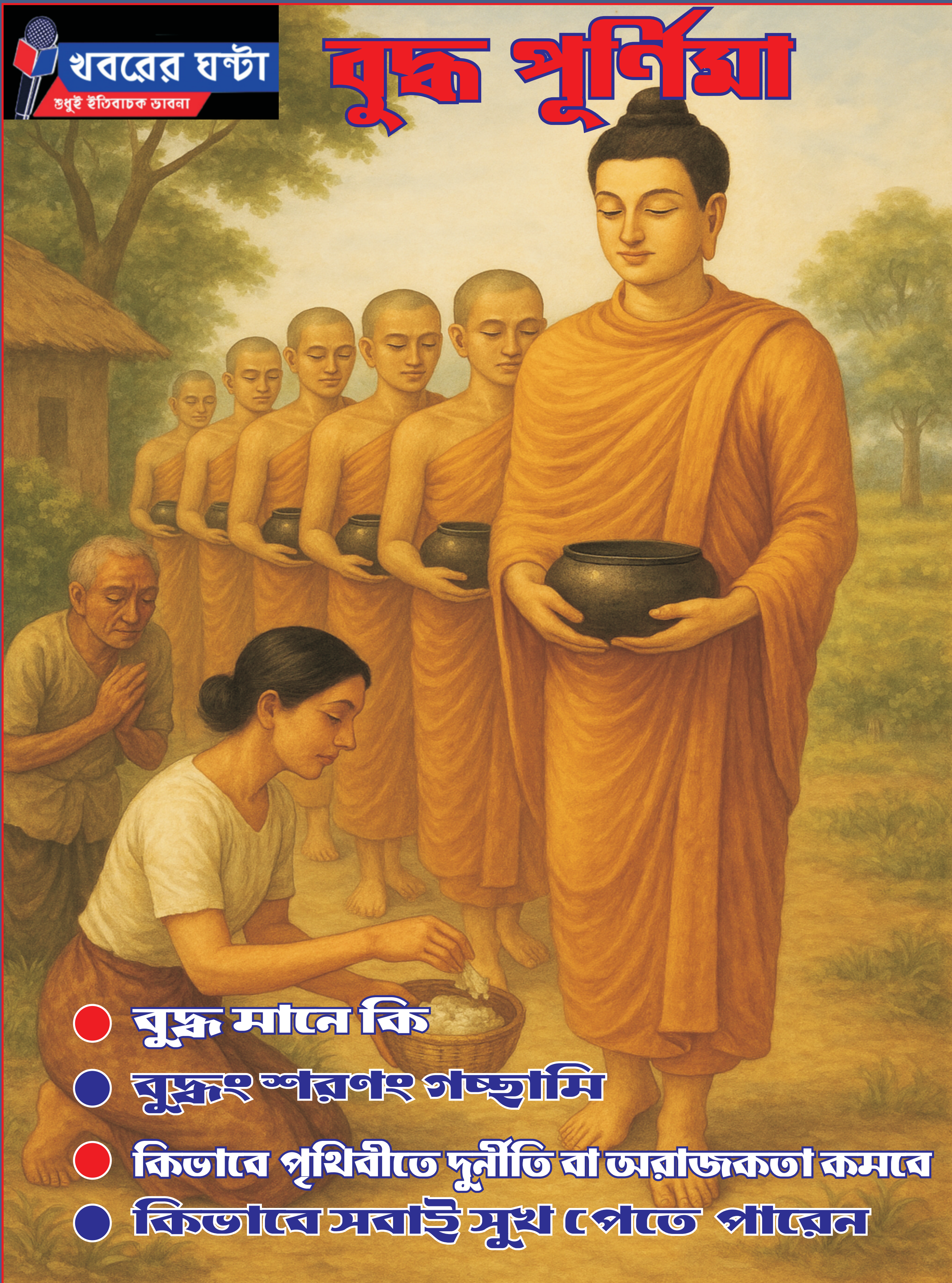

- বুদ্ধ মানে কি
- বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
- কিভাবে পৃথিবীতে দুর্নীতি বা অরাজকতা কমবে
- কিভাবে সবাই সুখ পেতে পারেন

উত্তরবঙ্গে কর্মসংস্থান তৈরির প্রচেষ্টা

প্রতিবেদন ঃ বেকার সমস্যা এখন বড় সমস্যা। বহু ছেলেমেয়ে এম এ পাশ করে বসে আছেন। কাজ নেই। কেউ লটারি টিকিট বিক্রি করছেন, কেউ টোটো চালাচ্ছেন। কেউ আবার বেকার বসে থেকে হতাশ হয়ে মদ্যপান করছেন। আবার কারও লক্ষ্য হচ্ছে, কোনোমতে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি সংগ্রহ করা। বহু ছেলেমেয়ে আবার উত্তরবঙ্গ থেকে বাইরের রাজ্যে চলে যাচ্ছেন কাজের সন্ধানে। এই পরিস্থিতিতে কেউ কেউ আবার সামান্য পুঁজি বিনিয়োগ করে শিলিগুড়িতে ছোটখাটো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে বসছেন। কিন্তু সেসব কোনো সমস্যা সমাধানের উপায় নয়। উপায় হলো, শিল্প কারখানার পরিবেশ তৈরি করা এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা। সেই ভাবনা থেকে দিল্লি থেকে শিলিগুড়ি ফুলবাড়ি উপস্থিত হয়ে নতুন ভাবনাচিন্তা নিয়ে লড়াই শুরু করেছেন পলিসি টাইমসের কর্ণধার তথা বিশিষ্ট সাংবাদিক আক্রাম হক।

উত্তরবঙ্গের দক্ষিন দিনাজপুর জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামের প্রান্তিক কৃষক পরিবার থেকে উঠে এসেছেন আক্রাম হক। শৈশবে বাবার সঙ্গে কৃষি কাজ করেছেন, জমিতে হাল দিয়েছেন। সেখান থেকে লড়াই যুদ্ধ চালিয়ে তিনি তাঁর পড়াশোনায় মেধার প্রদর্শন করেন। প্রতিভা ও মেধা, সেই সঙ্গে সততা এবং পরিশ্রম দিয়ে মানুষ অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারে তার উদাহরন আক্রামবাবু। তিনি একসময় দিল্লিতে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ সাংবাদিক হিসাবে কাজ করেন। এমনকি দিল্লির মতো জায়গায় দেশের ক্ষমতার অলিন্দে তাঁর যাতায়াত শুরু হয়। দিল্লিতেই তিনি বড় বড় ইভেন্টের আয়োজন শুরু করেন। তাঁর মাথায় চিন্তা ঘুরতে থাকে, কিভাবে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। বহু ক্ষেত্রে দেশের সরকারও তাঁর উচ্চ চিন্তা গ্রহন করেছে। সেই প্রতিভাবান ব্যক্তি আক্রাম হককে চিহ্নিত করেন শিলিগুড়ি মহকুমার বিধান নগরের মুরলীগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম। সামসুলবাবু আক্রাম হককে উত্তরবঙ্গের ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু করার আহ্বান জানান। সামসুলবাবুর আবেদনে সাড়া দেন আক্রামবাবু। তিনি দিল্লি থাকতেই লক্ষ্য করেন, উত্তরবঙ্গের বহু ছেলেমেয়ে দিল্লি বা তার আশপাশে কাজের সন্ধানে উপস্থিত হচ্ছে। কাজের সন্ধানে উত্তরবঙ্গের ছেলেমেয়েদের তিনি লক্ষ্য করেন রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে।ফলে মাটির টানে তিনি অনেকদিন ধরেই ভাবছিলেন, উত্তরবঙ্গের জন্য কিছু করবেন । সামসুলবাবুর আবেদন পেতেই তিনি উত্তরবঙ্গে পা ফেলেন। শিলিগুড়ি লাগোয়া ফুলবাড়ির পি এইচ ই রোডে তিনি নিজের অফিস খোলেন। দিল্লির পাশাপাশি তিনি ফুলবাড়িতে অফিস খুলে কাজ শুরু করেন। দিল্লিতে থাকার সুবাদে দেশের বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছে। সেই যোগাযোগকে কাজে লাগিয়ে তিনি স্থির করেন, উত্তরবঙ্গে শিল্পের পরিবেশ তৈরি করতে বড় বড় সেমিনার আয়োজন করবেন। বড় বড় সেমিনার আয়োজন করে তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্প পতিদের কাছে উত্তরবঙ্গে বিনিয়োগের মাধ্যমে শিল্প করার আবেদন জানাতে থাকেন। আর সেই সব সেমিনারেরই ফলস্বরূপ বাংলার বিশিষ্ট প্রতিভাবান শিল্প পতি সঞ্জয় মুখার্জী তাঁর এস আই সার্জিক্যালকে নিয়ে উত্তরবঙ্গে পা ফেলেন। ফুলবাড়িতেই সিনার্জি টাওয়ারে খোলা হয় প্রথম মেডিকেল উপকরন বিক্রির মল। সঞ্জয়বাবু এবারে উত্তরবঙ্গের ফুলবাড়ি এলাকাতেই চিকিৎসা উপকরন তৈরির কারখানা খুলতে চলেছেন। আক্রাম হক জানিয়েছেন, আরও শিল্প পতি যাতে উত্তরবঙ্গে আসেন তার জন্য তাদের প্রয়াস চলছে। উদ্দেশ্য একটাই কর্মসংস্থান। তবে উত্তরবঙ্গের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কাজ করার মানসিকতা বা পরিশ্রম করার মনোবৃত্তি, সততা এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন। তারজন্যও আক্রামবাবু তাঁর পলিসি টাইমসের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহন শুরু করেছেন। শুরু হয়েছে প্রশিক্ষনও। এছাড়া উত্তরবঙ্গের মানুষ সহজেই কিভাবে দক্ষিন ভারতের চিকিৎসক দেখাতে পারবেন, গরিবরা কিভাবে বিনামূল্যে ভালো ডাক্তার দেখাতে পারবেন তার প্রয়াসও শুরু করেছেন আক্রাম হক যা এক উদাহরন। যোগাযোগ ঃ Email : sg@policytimeschamber.com/thepolicytimes@gmail.com.

TERAI NURSING INSTITUTE
APPROVED BY WBNC & INC
"কন্যাশ্রী" ছাত্রীদের STUDENT CREDIT CARD মাধ্যমে GNM NURSING COURSE এ ভর্তি করান এবং নারী শিক্ষার বিস্তার ও নারী ক্ষমতায়ন এ একটি বলিস্ট পদক্ষেপ গ্রহন করুন
Free Addmission in Nursing GNM Course
Contact us for more information
99331-76656
www.terainursing.com

2025 ADMISSION NOW OPEN

BITS TRAINING CENTRE, SALBARI, DIST. DARJEELING

Our offered courses :
- Vocational
- Theology
- HM
- Social Work

and other Regular and Distance courses

Facilities

- Classroom
- Library
- Canteen
- Computer

Apply now!

Contact us : +91 96143 02436, 7479811364

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

- ★ TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
  M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS
- ★ SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
  M.S. ROD M.S. FLATS &
  TORKARY BAR

MANUFACTURING :

- ★ SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
  GREEN TEA FACTORY
- ★ CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
  HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS
- ★ SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
  C.I. CASTING

AGRICULTURE :

- ★ BASANTA AGRICO-
  PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

- ★ PAUL AUTOMOBILES
- ★ M&C IRON STORES
- ★ VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355
Monthly Magazine
Vol. VIII Issue-9
1st May-31st May 2025 BUDDHA PURNIMA
অষ্টম বর্ষ-সংখ্যা-৯ বুদ্ধ পূর্ণীমা, ২৮শে বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
মে ২০২৫ নববর্ষ

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh
Sub Editor : Arpita Dey Sarkar
Cover : Ayush Chakraborty
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র—

গৌতম বুদ্ধ নিয়ে কিছু তথ্য..২১
নমো বুদ্ধায়.......................সিদ্ধার্থ বড়ুয়া.............................২৩
বহুদিন মনের গভীরে থাকবে শান্তিনিকেতন...অর্পিতা দে সরকার..২৪
চারদিকে শান্তি বিরাজ করুক....বিন্দু শর্মা দহাল ও দীপিকা রক্ষিত বন্দ্যে...২৫
আত্মরক্ষার্থে ছেলেমেয়েদের কুডো শেখান...সিহান সহদেব বর্মন..২৫
ঘুরে এলাম জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি....পাঞ্চালি চক্রবর্তী..........২৬
সর্বত্র শান্তি বিরাজ করুক.................পার্থপ্রতিম বড়ুয়া..............২৬
কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা............মুসাফীর.........২৭
সব সময় মানুষের সঙ্গে আছি..............পূজা মোক্তার................২৮
বুদ্ধ মানে কি.............................সুব্রত কর্মকার.........................২৯

ঃঃ কবিতা ঃঃ

ধন্য যশোধরা........................কবিতা বনিক............................২১
বুদ্ধদেবের জন্মস্থান.......................অসমঞ্জ সরকার................২২
চোরাবালি !.......................অশোক পাল.................................২২
ভূ-স্বর্গে............................তন্ময় ঘোষ.....................................৩০

ঃঃ প্রতিবেদন ঃঃ

কেন এত দুঃখ, পরিত্রানের উপায় কি-বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি..........০৩
শিলিগুড়িতে বিশ্ব শান্তির জন্য শোভাযাত্রা..............................০৪
গৌতম বুদ্ধের দর্শন অনুসরণ করে শিল্প কারখানা.....................০৫
কিভাবে পৃথিবীতে দুর্নীতি বা অরাজকতা কমবে........................০৬
কিভাবে সবাই সুখ পেতে পারেন...০৭
অঙ্কন আর সঙ্গীতে ডুব দিয়ে নিজেকে চার্জ করে নিচ্ছে সঞ্চিতা....০৮
পঞ্চাশ বছর ধরে বুদ্ধ বন্দনা এই বৃদ্ধের..................................১০
ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কাজে যোগ দেওয়ার স্বপ্ন দেখে এই বালক...১৩
অভিনয়ের মাধ্যমে গৌতম বুদ্ধের পরিনর্বান..............................১৪
শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য লগ্নে ভিড় উপচে পড়লো এই বুটিকে....১৬
মৃত্যু ভাবনার অনুশীলনের মাধ্যমে লোভ, দ্বেষ, মোহ ক্রমশ ক্ষয় পেতে থাকে..১৬
শিলিগুড়িতে স্ট্রেংথ লিফটিংয়ের বিরাট প্রতিযোগিতা................১৭
এ আই নিয়ে গবেষনায় নামছে এই মেধাবী ছাত্রী......................১৯
সুস্থ থাকতে কিভাবে খাবেন, গৌতম বুদ্ধের নিয়ম....................২০
দানের মাধ্যমে মন শুদ্ধ হয়..২০

খবরের ঘন্টা এখন শুধু প্রিন্ট মিডিয়াতেই নেই, খবরের ঘন্টা রয়েছে বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়াতেও।

You Tube Link :
https://youtube.com/@KHABARERGHANTA
Facebook Page Link :
https://www.facebook.com/slgkg/
Google Web Portal :
www.khabarerghanta.in

অমৃত—কথা

'আমাদের ছাড়া কেউ আমাদের রক্ষা করে না। কেউ পারে না এবং কেউ পারবেও না। আমাদের নিজেদেরকেই সেই পথে হাঁটতে হবে।

--গৌতম বুদ্ধ

সম্পাদকীয়

অশান্তিই আমাদের পিছিয়ে দিচ্ছে

সকলকে বুদ্ধ জয়ন্তীর শুভেচ্ছা। খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই বুদ্ধ পূর্ণিমা। এই তিথিতেই গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়, এই তিথিতেই তিনি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন এবং এই তিথিতেই তিনি মহাপরিনির্বান লাভ করেন।

গৌতম বুদ্ধ রাজ সিংহাসন, স্ত্রী সন্তান এবং সব বৈভব ত্যাগ করে সংসার থেকে বেরিয়ে পড়েন। মানুষ কেন দুঃখে থাকে, দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় কি , কেন মানুষ বৃদ্ধ হয়, কেন মানুষের মৃত্যু হয় , শোক থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি এসব নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তিনি সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েন। দিনের পর দিন কষ্ট করে তিনি সাধনা করেন। শেষে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। এবং তিনি মানুষের মুক্তির জন্য অনেক আলোর রাস্তা দিয়ে যান। তাঁর পঞ্চশীল তত্ব এক বিরাট আবিস্কার। অর্থাৎ চুরি না করা, মিথ্যা কথা না বলা, ব্যভিচার না করা, লোভ না করা, হিংসা না করা, নেশা না করা প্রভৃতি। তাঁর দর্শন আজ বড়ই প্রাসঙ্গিক। আজ সবাই অশান্তিতে রয়েছেন। চারদিকে রোগব্যাধি এবং মৃত্যু শোকের মিছিল চলছে। হিংসা ক্রমশই বাড়ছে। এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের যুদ্ধ লেগেই রয়েছে। ফলে গৌতম বুদ্ধের দর্শন ছাড়া আমাদের উপায় নেই। অশান্তি কোনো সমাধানের উপায় নয়। অশান্তি আমাদের পিছিয়ে দেয়। সমগ্র সভ্যতাকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্য অনবরত অশান্তি যথেষ্ট। প্রাচীন যুগে মানুষ যখন উলঙ্গ এবং কাঁচা মাংস খেতো তখনও অশান্তি ছিলো, ধীরে ধীরে মানুষ সভ্য হতে থাকলো। লজ্জা নিবারনের জন্য মানুষ বস্ত্র পরিধান করতে লাগলো। নিজের প্রজাতি যাতে ধ্বংস না হয়ে যায় সেজন্য মানুষ বিভিন্ন আইন, বিবাহ ইত্যাদি নানারকম নিয়ম চালু করলো। কিন্তু আমরা আজ সভ্য হয়েও অসভ্য যুগে ফিরে যাচ্ছি। বুদ্ধ পূর্ণিমার এই শুভ লগ্নে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করার সময় এসেছে।

সকলকে বুদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা

PIJUSH BARUA
+91 94340 19475
+91 86175 24098

RAJESH ENGINEERING
DEALS IN
G.I. PROFILE, G.I. ANGLE, PATI, CAPSUL PIPE

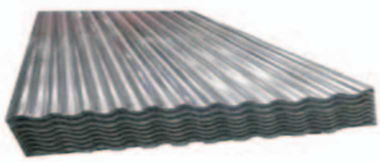
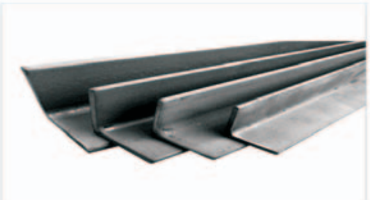
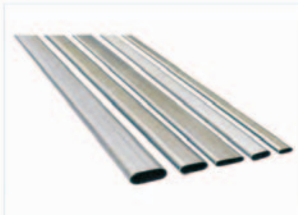

Shed No. 32, Siliguri Industrial Estate, Near Hotel Sachitra
Sevoke Road, Siliguri

কেন এতো দুঃখ, পরিত্রাণের উপায় কি --বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

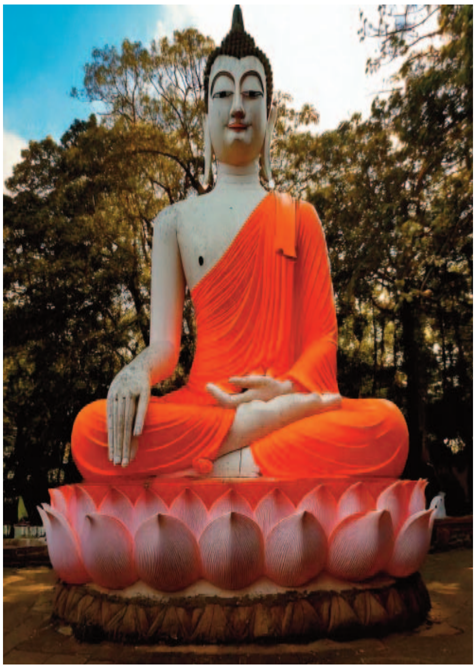

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ চারদিকে শুধু দুঃখ আর দুঃখ। রোগব্যাধি, মৃত্যু, হিংসা-- কোনো শান্তি নেই। অথচ এই পৃথিবী সর্বোপরি সমগ্র প্রাণীর উন্নতি বা দুঃখশোক জয় করার জন্য চাই শান্তি। কিন্তু কিভাবে মানুষ এই দুঃখকষ্ট শোকতাপ থেকে মুক্তি পাবে? সেই সবের উত্তর বা দর্শন দিয়ে গিয়েছেন গৌতম বুদ্ধ।

কেন এতো দুঃখ, গৌতম বুদ্ধ বলেছেন,“ দুঃখের কারন কামনাবাসনা, জ্ঞানহীনতা বা অবিদ্যা এবং অতিরিক্ত আসক্তি। ” গৌতম বুদ্ধ আমাদের সামনে পঞ্চশীল এবং অষ্টাঙ্গিক মার্গের দর্শন দিয়ে গিয়েছেন। গৌতম বুদ্ধ বলেছেন, “মানুষকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী, সঠিক চিন্তা,সঠিক কথা, সঠিক কাজ, সঠিক জীবিকা ,সঠিক প্রচেষ্টা , সঠিক মনোযোগ এবং সবশেষে সঠিক সমাধিতে পৌঁছাতে হবে।”

আজকের দিনে পৃথিবীতে আরও বেশি বেশি করে জরুরি হয়ে পড়েছে গৌতম বুদ্ধের এই সব বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন। এবার ১২ই মে বুদ্ধ পূর্ণিমা। অর্থাৎ বৈশাখি পূর্ণিমা। এটি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের একটি পবিত্র উৎসব। এই পূর্ণিমা তিথিতেই মহামানব তথা কালজয়ী যুগপুরুষ গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন, এই তিথিতেই তাঁর বোধি বা সিদ্ধিলাভ, আবার এই তিথিতেই তাঁর মহাপরিনির্বান লাভ। এই ত্রিস্মৃতি জড়িত বুদ্ধ পূর্ণিমা তিথির পবিত্র সময়ে বুদ্ধ পূজার সঙ্গে পঞ্চশীল, অষ্টশীল, সূত্রপাঠ, সূত্রশ্রবণ, সমবেত প্রার্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বিভিন্ন বৌদ্ধ মঠে।

সকলকে বুদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা

সর্বপ্রাণীর প্রতি মৈত্রী

মহামানব গৌতম বুদ্ধ মানব জাতির এক ক্রান্তিলগ্নে শান্তি ও সাম্যের বাণী নিয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। হিংসা-মোহ-তৃষ্ণা-দ্বেষ ও সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে থেকে সর্বপ্রাণীর প্রতি মৈত্রীই ছিলো তাঁর দর্শনের মূলমন্ত্র। বুদ্ধের সাম্যের বাণী বিশ্বলোকে পৌঁছে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব নিয়ে খবরের ঘন্টা বুদ্ধ পূর্ণিমায় প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। মহামানব গৌতম বুদ্ধের শাশ্বত শান্তির বাণী প্রচারের মাধ্যমে আগন্তুক বুদ্ধ পূর্ণিমাই পৃথিবীতে শান্তি, সাম্য ও কল্যান বয়ে আনতে সহায়তা করবে এটাই সবার প্রত্যাশা।
আমি বুদ্ধ পূর্ণিমা অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

প্রদীপ কুমার বড়ুয়া

ঘর নম্বর ১৭ লুইত নগর , সাতগাঁও, গুয়াহাটি ,আসাম

মোবাইল ঃ ৯৮৬৪২৬২৮১৫

শিলিগুড়িতে বিশ্ব শান্তির জন্য শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ এবার ১২ই মে বুদ্ধ পূর্ণিমা। সেই পূর্ণিমার আগে ১১ই মে বিশ্ব শান্তির বার্তা নিয়ে শিলিগুড়িতে অল ইন্ডিয়া বুদ্ধিস্ট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে বের হতে চলেছে এক শোভাযাত্রা। সমগ্র উত্তরবঙ্গ থেকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সেই শোভাযাত্রায় অংশ নেবেন।

শিলিগুড়িতে এই তথ্য জানিয়েছেন হায়দরপাড়া জ্ঞানজ্যোতি বিদর্শন ধ্যান আশ্রমের অফিস সম্পাদক তথা বৌদ্ধ অনুরাগী রাজু ওরফে খোকন বড়ুয়া। তিনি আরও জানিয়েছেন, সমস্ত প্রানীর মঙ্গল কামনা করে তাঁরা বুদ্ধ জন্মজয়ন্তীর দিন বিদর্শন ধ্যান আশ্রমে তথাগত বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা জানাবেন।

রাজু বড়ুয়া আরও বলেন, ''বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি--এই শব্দগুলো উচ্চারন করলে অনেকে ভাবেন যে এগুলো আসলে একটি মন্ত্র। মোটেই তা নয়। এই শব্দগুলো আসলে শপথ বা প্রতিজ্ঞা করা। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি মানে হলো বুদ্ধের শরন নেওয়া। অর্থাৎ জ্ঞানের শরন নেওয়া, বুদ্ধ হলেন জ্ঞানী, তিনি কোনো ব্যক্তি নন। ধম্মং শরণং গচ্ছামি মানে হলো সৎ পথে চলার শপথ নেওয়া।ধর্ম মানে হলো সততা এবং সকলের মঙ্গল কামনা করে কাজ করা। মেনে চলা গৌতম বুদ্ধের পঞ্চশীল তত্ব অর্থাৎ চুরি না করা, মিথ্যা কথা না বলা, ব্যভিচার না করা, হিংসা না করা, নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ না করা। এই পঞ্চশীল নীতি সবাই হৃদয় দিয়ে গ্রহন করলে হানাহানি, অরাজকতা, দুর্নীতি সব নির্মূল হয়ে যাবে। সঙ্ঘং শরণম গচ্ছামি মানে হলো সবাই আমরা সংঘবদ্ধভাবে থাকার শপথ গ্রহন করা। সংঘবদ্ধভাবে থাকা মানে হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান জৈন শিখ বৌদ্ধ সবাই মিলেমিশে বসবাস করা।

গৌতম বুদ্ধের দর্শন অনুসরন করে শিল্প কারখানা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ গৌতম বুদ্ধের দর্শন অনুসরন করে তিনি নিয়মিত তাঁর মা-কে সঙ্গে নিয়ে মেডিটেশন করেন। প্রতিদিন পনেরো মিনিট থেকে শুরু করে এক ঘন্টা ধরে মেডিটেশন অনুশীলন করেন তিনি। এর জেরে তিনি মনে শক্তি পান। শরীরও বেশ ভালো থাকে। রাতেও ঘুম হয় বেশ ভালো। ফলে তিনি তাঁর শিল্প কারখানাকে আরও ভালোমতো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছেন।শিলিগুড়ি সেবক রোড শিল্প তালুকে অবস্থিত শিল্প কারখানার শিল্পোদ্যোগী পীযূষ বড়ুয়া এই তথ্য জানিয়েছেন। সামনে এগিয়ে আসছে বুদ্ধ পূর্ণিমা। সেই প্রসঙ্গে তিনি গৌতম বুদ্ধকে অনুসরন করে বলেন, তাঁর শিল্প কারখানাকে সফলভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গৌতম বুদ্ধের দর্শন তাঁকে দারুনভাবে সহায়তা করে।গৌতম বুদ্ধ বলেছেন সংঘং শরণং গচ্ছামি। অর্থাৎ সকলে মিলেমিশে একসঙ্গে কাজ করা। আজ তিনি শিল্প কারখানা চালাতে গিয়ে কর্মচারীদের এক পরিবারের অঙ্গ মনে করে আনন্দের সঙ্গে কাজ করছেন। ফলে কর্মচারীরাও আনন্দের সঙ্গে কাজ করেন। তাতে কারখানায় উৎপাদন ভালো হয়। শিল্পোদ্যোগী পীযূষ বড়ুয়া আরও বলেন, গৌতম বুদ্ধ বারবার শান্তি বা অহিংসার দর্শন প্রচার করেছেন।কিন্তু আজ পৃথিবীতে শান্তির বড় অভাব। শান্তির অভাব হওয়ায় উন্নয়ন বা উন্নতি পিছিয়ে যায়। তিনি গৌতম বুদ্ধের দর্শন অনুসরন করে শান্তির সঙ্গে শিল্প কারখানা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছেন।

সকলকে বুদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা

শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা (বৈশাখী পূর্ণিমা)র আন্তরিক শুভেচ্ছা সকলকে। জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক, সকল ধরনের রোগ থেকে সকলেই আরোগ্য লাভ করুক। বৌদ্ধ ধর্ম হলো অহিংসা পরম ধর্ম (২০২৫)। নমো বুদ্ধ নমো ত্রিরত্ন।

শুভেচ্ছান্তে

শ্রী প্রদীপ বড়ুয়া ও
শ্রীমতী পিংকি বড়ুয়া

ডিফেন্স কলোনি, বাগডোগরা, জেলা দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ।

কিভাবে পৃথিবীতে দুর্নীতি বা অরাজকতা কমবে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বিশ্বে শান্তি কিভাবে আসবে, এটাই আজকের দিনে সকলের মধ্যে প্রশ্ন। রোগব্যাধি, হিংসা, অশান্তির জেরে বহু মানুষ দিশেহারা। এই অবস্থায় সবাই যদি মন ও হৃদয় দিয়ে গৌতম বুদ্ধের পঞ্চশীল নীতি গ্রহন করতে পারেন তবে বিশ্বে এক শান্তির সুন্দর পরিবেশ তৈরি হতে পারে। শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া শরৎ পল্লীর বাসিন্দা তথা জ্ঞানজ্যোতি বিদর্শন ধ্যান আশ্রমের অফিস সম্পাদক রাজু বড়ুয়া ওরফে খোকন এই অভিমত জানিয়েছেন। তাঁর মতে, গৌতম বুদ্ধ তাঁর পঞ্চশীল নীতিতে বলেছেন এক) লোভ না করা, দুই) মিথ্যা কথা না বলা, তিন) চুরি না করা, চার) ব্যভিচার না করা, পাঁচ) নেশা না করা। এই পাঁচটি নীতি সবাই মনেপ্রাণে মেনে চললে বিশ্বে শান্তি বিরাজ করবে এবং সবাই ভালো থাকবে। গৌতম বুদ্ধ সকলকে বলেননি যে তোমরা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহন করো। গৌতম বুদ্ধ বলেছেন , তোমরা সবাই পঞ্চশীল নীতি গ্রহন করো। সবাই এই নীতি গ্রহন করলে চারদিকে দুর্নীতি এবং অরাজকতা বিলুপ্ত হবে এবং সবাই সুখে থাকবে।

১২ই মে বুদ্ধ পূর্ণিমাকে সামনে রেখে তাঁরা বিভিন্ন সামাজিক , মানবিক এবং আধ্যাত্মিক কর্মসূচি গ্রহন করতে চলেছেন বলে রাজবাবু জানিয়েছেন।

কিভাবে সবাই সুখ পেতে পারেন

নিজস্ব প্রতিবেদনঃ দেশের সাধারণ মানুষের সুরক্ষার জন্য সবসময় কাজ করে চলেছেন দেশের প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মীরা। দেশের জন্য প্রতিরক্ষা বিভাগের সব কর্মীর বিরাট অবদান রয়েছে। এরকমই একজন প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মী হলেন প্রদীপ বড়ুয়া। বাগডোগরার ডিফেন্স কলোনিতে রয়েছে তাঁর ভাড়া বাড়ি। তাঁর জন্মস্থান অসমের লামডিংয়ে। প্রতিরক্ষা বিভাগের কাজ করার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন রকম সামাজিক ও মানবিক সেবামূলক কাজ করেন। প্রচারের আলোর বাইরে থেকে তিনি মানুষের সেবা করেন। তাছাড়া তিনি এবং তাঁর গোটা পরিবার পুরোপুরি সংস্কৃতিমনস্ক। সেই কারনে তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করলো খবরের ঘন্টা। আসন্ন বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে তিনি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সকলের মঙ্গল কামনা করেছেন। তিনি বলেছেন, চারদিকে এখন বিভিন্ন রকম হানাহানি চলছে। হানাহানির জেরে কেও শান্তিতে নেই। এই অবস্থায় গৌতম বুদ্ধের দর্শন সকলকে সুখ ও শান্তি দিতে পারে।

সকলকে বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা,জগতের সকল প্রানী সুখী হউক

সর্বত্র শান্তি বিরাজ করুক
দিকে দিকে সুস্থ শিক্ষা সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য চর্চা বৃদ্ধি পাক শরীর সুস্থ স্বাভাবিক রাখতে আমাদের সকলের মধ্যে স্ট্রেংথ লিফটিং এর চর্চা বৃদ্ধি পাক
সম্প্রতি শিলিগুড়ি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শেষ হয়েছে ইস্টার্ন ইন্ডিয়া স্ট্রেংথ লিফটিং চ্যাম্পিয়নশীপ। এই চ্যাম্পিয়নশীপ সফল করতে যাদের সহযোগিতা আমরা পেয়েছি তাদের প্রতি রইলো অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ।

শর্মিষ্ঠা লাহিড়ী
(সম্পাদিকা, দার্জিলিং জেলা স্ট্রেংথ লিফটিং এসোসিয়েশন শিলিগুড়ি।

Sarmistha Lahiri
North Bharatnagar, Rabindra Sarani,Siliguri, Daejeeling--734006
3rd Eastern India Strength Lifting and Incline bench press championship was held at the first time in Siliguri 25th to 27th April 25 , organised by Sarmistha Lahiri
The General Secretary of Darjeeling Strength Lifting Association

অঙ্কন আর সঙ্গীতে ডুব দিয়ে নিজেকে চার্জ করে নিচ্ছে সঞ্চিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বোলপুর স্টেশনে ঢোকার মুখে ট্রেন। মেয়েটি দেখতে পেলো, স্টেশনের কাছে এক জায়গায় বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি। যেমন দেখা, অমনি কাজ। পেন্সিল দিয়ে খাতার মধ্যে ট্রেনের মধ্যেই চটপট সেই বিশ্ব কবির ছবি ও বোলপুর স্টেশন নিখুঁতভাবে এঁকে ফেললো মেয়েটি। আবার যখন ট্রেন চলছিলো, ও দেখছিলো বাবা-মা খোশমেজাজে গল্প করছে। শিল্পী মন বলে কথা। চলন্ত ট্রেনেই কামরার মধ্যে তাঁর বাবা-মা এর গল্প করার ছবি চটপট ট্রেনের মধ্যেই নিখুঁতভাবে এঁকে দিয়ে সকলকে অবাক করে দিলো মেয়েটি। শুধু এমনই নয়, এরকম বহু নজির রয়েছে। অসাধারণ ছবি আঁকার জন্য প্রচুর পুরস্কারও পেয়েছে মেয়েটি।

শুধু ছবি আঁকা কেন, গান করতে বলুন না মেয়েটিকে। ক্ল্যাসিক্যাল থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীত, লোক সঙ্গীত সবেতেই ওর অবাধ যাতায়াত।

হ্যাঁ, ১৭ বছরের সেই প্রতিভাময়ী মেয়েটির নাম সঞ্চিতা বড়ুয়া। আপাতত তাঁর ঠিকানা, শিলিগুড়ি মহকুমার বাগডোগরার ডিফেন্স কলোনি। ব্যাংডুবি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে ও দ্বাদশ শ্রেনীতে পড়ছে। পড়াশোনাতেও বেশ ভালো। মেধাবী। ভবিষ্যতে ও ডাক্তার হয়ে মানুষের

সেবা করার স্বপ্ন দেখে।

ওর বাবা প্রদীপ বড়ুয়া ভারতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মী আর মা পিঙ্কি বড়ুয়া গৃহবধূ। বাবামা দুজনেই মেয়েকে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে সৃজনশীল কাজে উৎসাহ দিয়ে চলেছেন।

অঙ্কনের পাশাপাশি সঙ্গীতেও প্রতিভা প্রদর্শনের জন্য প্রচুর পুরস্কার পেয়েছে সঞ্চিতা।

সঞ্চিতা বলে, ''পড়াশোনায় সিলেবাসের যা চাপ, তাতে পড়তে পড়তে মাঝেমধ্যে ক্লান্ত হয়ে যাই। তারপর সামনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। ফলে পড়ার চাপ আরও বেশি। এতো চাপের ফলে মাঝেমধ্যে মাথাটা কাজ করে না।তখন মোবাইলের ব্যাটারি চার্জ দেওয়ার মতো নিজের মন ও মাথাকে চার্জ করে নিই। আর সেই চার্জ করার মাধ্যম হলো ছবি আঁকা কিংবা সঙ্গীতে কিছু সময় ডুব দেওয়া। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কিছু সময় সঙ্গীত বা অঙ্কন অনুশীলন করে নিলে মন ও মাথা আবার বেশ ফুরফুরে হয়ে ওঠে তখন আবার নতুন করে পড়াশোনার এনার্জি পাই।

প্রতিভাময়ী সঞ্চিতাকে ওর সঙ্গীত অনুশীলনে সবসময় তবলাতে সঙ্গত করে ওর ভাই সুপ্রতিম বড়ুয়া। দিদি গাইছে, আর ভাই তবলায় সঙ্গত করছে, এই দৃশ্য আশপাশের সকলকে অনুপ্রানিত করে। চারদিকে মোবাইলের নেশা, ডিজের বিশৃঙ্খলা যখন একটা অংশকে অবসাদের দিকে ঠেলছে তখন সঞ্চিতার এই সৃজনশীলতা কিন্তু বেশ উৎসাহ বা দৃষ্টান্তের আলো দেখাতে পারে।

পঞ্চাশ বছর ধরে বুদ্ধ বন্দনা এই বৃদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ চারদিকে হিংসা, হানাহানি বাড়ছে। আবার নানা সমস্যার জেরে বহু মানুষ মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। রোগব্যাধি, শোক, দুঃখ মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে। লোভ, কামনাবাসনা, মিথ্যা কথা, চুরি, দুর্নীতি প্রভৃতি বাড়তে থাকায় মানুষের দুঃখ কষ্ট বাড়ছে। কিন্তু মানুষের এতো দুঃখকষ্ট, শোক, রোগ থেকে নিস্কৃতি লাভের উপায় কি-- গৌতম বুদ্ধ সেই সবের উত্তর খুঁজতে রাজ সিংহাসন, স্ত্রী সন্তান সহ সমস্ত বৈভব ত্যাগ করে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়েছিলেন। দিনের পর দিন সাধনা করে শেষমেষ তিনি সিদ্ধি লাভ করেন এবং তাঁর আবিস্কার লব্ধ বিজ্ঞান তিনি পৃথিবীবাসীকে দিয়ে গিয়েছেন। শান্তি কিভাবে আসবে, মানুষ কিভাবে ভালো থাকবেন তার সমস্ত রাস্তা দেখিয়ে গিয়েছেন গৌতম বুদ্ধ। কিন্তু আমরা আজ সেসব ভুলতে বসেছি। ফলে আমাদের কষ্ট বাড়ছে। এরমধ্যেই কোনো কোনো মানুষ গৌতম বুদ্ধের দর্শন অনুশীলন করে ভালো আছেন। যেমন শিলিগুড়ি পঞ্জাবিপাড়া নিবাসী ৭৫ বছর বয়সী বৃদ্ধা সরমা বড়ুয়া প্রতিদিন সন্ধ্যায় ত্রিশ মিনিট করে গৌতম বুদ্ধের উপাসনা ব্রত কথা পাঠ করেন। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি এই বুদ্ধ বন্দনার মাধ্যমে বেশ ভালো আছেন। গত প্রায় চার মাস আগে ৯৩ বছর বয়সে তাঁর স্বামী সুশীল রঞ্জন বড়ুয়া প্রয়াত হয়েছেন। ফলে স্বামী চলে যাওয়াটাও এইসময় তাঁর কাছে শোক। সেই

সকলকে বুদ্ধ জন্ম জয়ন্তীর শুভেচ্ছা

"হাজারও খালি শব্দের থেকে ভাল সেই শব্দ, যা শান্তি নিয়ে আসে।"-গৌতম বুদ্ধ

সজল কান্তি বড়ুয়া

ফাটাপুকুর, রাজগঞ্জ। জেলা--জলপাইগুড়ি।

Prop. Sajal Kanti Baruah

SARITA CORNER

"A reliable stationary shop"

All kind of Library Items, Kitchen Utencils, Gift Items, Daily used Items etc available here.
Xerox, Scaning, Printing also done here

Fatapukur, Rajganj Road, Dist. Jalpaiguri

শোকময় দুঃখ জয় করার মানসিক শক্তিও তিনি অর্জন করার চেষ্টা করছেন বুদ্ধ বন্দনার মাধ্যমে। সরমাদেবী বলেন, “ এই মানব জীবনতো ক্ষনিকের জন্য। এই পৃথিবীতে কোনো কিছু স্থায়ী নয়। সব কিছুরই ধ্বংস রয়েছে। এই জীবনও একদিন মৃত্যুতে রুপ নেবে। আজ আমি বুদ্ধ বন্দনা করছি বটে। কিন্তু আমাকেও একদিন বিদায় নিতে হবে। কাজেই শোক করে সবসময় পড়ে থেকে লাভ নেই। কর্মই হলো সত্য। সবসময় সৎ কর্ম করে যেতে হবে। ”

সেই উপাসনা ব্রত কথার শুরুতেই গৃহী নীতি পর্বে লেখা রয়েছে, “সদাচারই মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশ করে তোলে। যার নিকট সদাচার ও সংযম নেই, সে অন্তঃসারশূন্য নলের ন্যায় অথবা মরুভূমির ন্যায় বিশুস্ক বলে জ্ঞাতব্য। মরুভূমিতে যেমন উপ্ত বীজ অঙ্কুরিত হয় না, সদাচার ও সংযমবিহীন চিত্তেও তেমন মনুষ্যত্ব বিকাশ হয় না।সুতরাং মানব মাত্রেরই সদাচার এবং সংযম শিক্ষা ও আচরণ করা একান্তই কর্তব্য। ”

সেই বুদ্ধ বন্দনার বিভিন্ন সূত্র পাঠ এবং তা হৃদয় দিয়ে অনুভব করার মাধ্যমে মানুষ ভালো থাকতে পারে। জীবনে কেমনভাবে চলতে হবে, কি করা প্রয়োজন, কোনটা প্রয়োজন নেই তার সব ব্যাখা রয়েছে সেখানে। সরমাদেবীর কথায়, “আমিতো প্রতিদিন এই বুদ্ধ বন্দনার মাধ্যমে বেশ ভালো আছি। ”

With Best Compliments From :

Cell : +91 9933915891
+91 8617445973
E-mail : karunasociety2005@gmail.com

KALCHINI KARUNA CHARITABLE SOCIETY
NIMTI DOMOHANI, KALCHINI-735217, ALIPURDUAR, WEST BENGAL, INDIA

HIS ABSENCE IS A SILENT GRIEF,
HIS LIFE A BEAUTIFUL MEMORY
IN LOVING MEMORY OF
SRI MANGAL SUBBA
1949--2006

GONE BUT NEVER FORGOTTEN -
NOTHING WILL EVER TAKE YOUR PLACE
IN LOVING MEMORY OF
BHIKKHU BODHIPALA
DEC 20, 1968 -- JULY 27, 2020

Activities : Karuna Vidyapeeth ● Free Medical Clinic ● Humanitarian Relief

GHR Peace Foundation

wish you
a very happy
and prosperous Buddha Purnima

Founder Director Bindu Sharma,
Pradhan Nagar, Siliguri
Swasthi newas complex ,Mob :8617885845

সকলকে বুদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা

Ms. Dipika Rakshit Bandya
(Director, National Chairman)
+919475840085
+919733155646

GHR PEACE FOUNDATION

RO: Swasti Niwas Complex
Flat No. B1, M.N. Saha Sarani Niwas Complex
Pradhan Nagar, Siliguri 734003
Darjeeling Dist. (WB)
Email : ghrpeacefoundation@gmail.com

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কাজে যোগ দেওয়ার স্বপ্ন দেখে এই বালক

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ মোবাইলে ডুব দিয়ে ছেলেমেয়েরা সব শেষ হয়ে গেলো-- মোবাইলের নেশায় ছেলেমেয়ের পড়াশোনা লাটে উঠলো বলে আজকাল প্রায়ই শোনা যায়। অনেক অভিভাবকতো ছেলেমেয়ের কান্না বা আব্দার ঠেকাতে হাতে মোবাইলটা ধরিয়ে দেয়।এবার মোবাইলে গেম খেলতে খেলতেই ছেলেমেয়ের মনে নানারকম দূষন প্রবেশ করে যাচ্ছে। কিন্তু এই শিশু কিশোরদের মধ্যে থেকেই বাগডোগরা নিবাসী শিবমন্দির হেব্রম স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেনীর ছাত্র সুপ্রতিম বড়ুয়া কিন্তু অন্য কথা বলে। ওর কথায়, কিছু তথ্য জানার জন্য নিজের শিক্ষার প্রয়োজনে সামান্য সময় হলেও মোবাইল বা ইউ টিউব দেখা যেতে পারে। কিন্তু অতিরিক্ত আসক্তি বা নেশা করা যাবে না। তার পরিবর্তে সৃজনশীল কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে। এছাড়া খেলাধূলার মধ্যে নিজেকে যুক্ত রাখতে হবে। সৃজনশীল কাজ যেমন সঙ্গীত চর্চা, তবলা, আবৃত্তি, নৃত্য প্রভৃতির সঙ্গে খেলাধূলা চলতে থাকলে পড়াশোনায় ভালো মন বসবে। পড়াশোনায় মনঃসংযোগ বৃদ্ধি করার জন্য মন ও মস্তিস্ককে চার্জ করতে সৃজনশীল কাজ এবং খেলাধূলা জরুরি বলে বালক সুপ্রতিম জানিয়েছে। পড়ার ফাঁকে সুপ্রতিম তবলা, বাঁশি এবং পিয়ানোর অনুশীলন করে। ওর কথায়, তবলার অনুশীলনের ফলে দুই হাত ও আঙুলে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে। আবার বাঁশির অনুশীলন ফুসফুস ভালো রাখতে সাহায্য করে। খেলাধূলার মধ্যে সাইকেল চালানো এবং ব্যাডমিন্টনকে বেছে নিয়েছে ষষ্ঠ শ্রেণীর এই ছাত্র। বড় হয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার স্বপ্ন দেখে এই বালক। কিন্তু কেন ও সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চায়, সুপ্রতিম বলে-- দেশের সুরক্ষা এবং দেশের জন্য শহিদ হওয়া বীর যোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে।

এই বয়সে এই বালকের মুখে দেশের প্রতি এই শ্রদ্ধা স্মরন করিয়ে দেয়, নতুন প্রজন্ম শেষ হয়ে যায়নি। ওদের মধ্যে নতুন করে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সুপ্রতিমের বাবা প্রদীপ বড়ুয়া ভারতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মী আর মা পিঙ্কি বড়ুয়া একজন গৃহবধূ।

অভিনয়ের মাধ্যমে গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বান

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ভগবান গৌতম বুদ্ধের নাম ছিলো সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থ অর্থ হলো, যিনি তাঁর লক্ষ্য অর্জন করেন। কিন্তু শৈশবে কেন গৌতম বুদ্ধের নাম সিদ্ধার্থ হয়েছিলো, ইতিহাস বলছে --গৌতম বুদ্ধের মা মায়াদেবী গৌতম বুদ্ধের জন্মের সময় একটি স্বপ্ন দেখছিলেন।স্বপ্ন হলো, তাঁর সামনে একটি সাদা হাতির আগমন ঘটছে। যার অর্থ, তিনি একটি মহৎ সত্তার জন্ম দিতে চলেছেন। এই স্বপ্ন, তারপর গৌতম বুদ্ধের জন্ম এবং শৈশব থেকেই তাঁর শান্ত স্বভাব এবং কোমল হৃদয় তাঁকে সিদ্ধার্থ নাম রাখতে সাহায্য করে।

গৌতম বুদ্ধ যে বিরাট মহাপুরুষ ছিলেন তার বার্তা আমরা বিভিন্ন ভাবে পেয়ে থাকি। যেমন তাঁর জন্ম, সাধনায় সিদ্ধিলাভ বা বুদ্ধত্বলাভ এবং মহা পরিনির্বান বা দেহত্যাগ একই তিথি অর্থাৎ বৈশাখি পূর্ণিমার তিথিতেই সম্পন্ন হয়েছিল। ফলে ত্রিস্মৃতি জড়িত বুদ্ধ পূর্ণিমা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে।আজকের এই অবক্ষয় বা হানাহানির অন্ধকার যুগে আর সেই মহামানবের মতো মহাপুরুষের জন্ম হবে কিনা তা আমাদের জানা নেই।কিন্তু গৌতম বুদ্ধ মানুষকে ভালো রাখার জন্য যে আলোর রাস্তা দেখিয়ে গিয়েছেন, সেই রাস্তায় হাঁটতেতো ক্ষতি নেই। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বা বৌদ্ধ অনুরাগীদের মধ্যে অনেকেই মনেপ্রানে গৌতম বুদ্ধের দর্শন অনুসরন করে চলার চেষ্টা করছেন। এমনই একজন ব্যক্তি হলেন শিলিগুড়ি ইসকন মন্দির লাগোয়া গীতালপাড়ার বাসিন্দা সিদ্ধার্থ বড়ুয়া । সিদ্ধার্থ বড়ুয়ার প্রতিভা হলো, শৈশব থেকেই তিনি তাঁর বাবা ও দাদাকে অনুসরন করে নাট্য চর্চা করতে ভালোবাসেন। আর সেই নাট্য চর্চার বেশিরভাগ অভিনয় তাঁর জীবনে জড়িয়ে রয়েছে গৌতম বুদ্ধকে ঘিরে। শৈশবের সিদ্ধার্থ কিভাবে গৌতম বুদ্ধে পরিনত হলেন , তার বিভিন্ন দিক তিনি নিখুঁতভাবে অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন। তবে শিলিগুড়িতে বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে হায়দরপাড়া বিদর্শন ধ্যান আশ্রম যে শোভাযাত্রা বের করে তাতে তিনি বুদ্ধের মহা পরিনির্বান এর দৃশ্য অভিনয় এর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন।

হায়দরপাড়া বিদর্শন ধ্যান আশ্রমের সহকারি অফিস সম্পাদক সিদ্ধার্থ বড়ুয়া জানিয়েছেন, মৃত্যুর পর আর যাতে পুর্নজন্মের চক্রে আবদ্ধ হতে না হয়, যাতে পরম শান্তির রাজ্যে অধিষ্ঠান করা যায় সেই পরিস্থিতিই হলো মহাপরিনির্বান।এই অবস্থা ফুটিয়ে তুলতে তাঁকে গৌতম বুদ্ধের ওপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়াশোনা করতে হয়। এই গৌতম বুদ্ধের ভুমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে সিদ্ধার্থবাবুর মূল বার্তা হলো, শত্রুতাকে দমন করতে হবে মিত্রতার সাহায্যে। শত্রুতা দিয়ে শত্রুতা দমন করা যায় না। আজকের পৃথিবী যুদ্ধং শরনং গচ্ছামির দিকে হাঁটছে, ফলে সকলের কষ্ট বাড়ছে। একমাত্র বুদ্ধং শরনং গচ্ছামি বা বুদ্ধের দর্শনের পথে এগোলেই পৃথিবীটা এক সুন্দর পৃথিবী হবে। বুদ্ধ মানে হলো জ্ঞানী, আমাদের সেই জ্ঞানী ব্যক্তির প্রয়োজন যিনি পঞ্চশীল অনুসরন করবেন।

সকলকে বুদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা

Best Wishes From

KUDO MIXED MARTIAL ART ASSOCIATION

Siliguri, West Bengal

Our Motto

Benefits for kudo MMA

BENEFITS FOR self defense students

1. DISTRICT TOURNAMENT
2. STATE TOURNAMENT
3. NATIONAL TOURNAMENT
4. SCHOOL GAMES OF INDIA KUDO TOURNAMENT
5. INDIA'S BIGGEST MARTIAL ART TOURNAMENT AKSHAY KUMAR KUDO CHAMPIONSHIP
6. ASIA KUDO CHAMPIONSHIP
7. KUDO WORLD CUP
8. STATE PLAYER OF MARTIAL ARTIST
9. NATIONAL PLAYER OF MARTIAL ARTIST
10. STATE SEMINAR/ KUDO CAMP

BENEFITS FOR KUDO MMA STUDENT'S

1. PHYSICAL FITNESS
2. SELF CONFIDENCE
3. SELF DEFENCE LEARNING
4. HUMANITY DEVELOPMENT
5. SPORTS QUOTA (CENTRAL GOVERNMENT RESERVATION JOB)
6. KUDO RECOGNISED SCHOOL GAMES FEDERATION OF INDIA (SGF)
7. SGFI RECOGNIZED BY MINISTRY OF STATE SEMINAR / KUDO CAMPS YOUTH & SPORTS AFFAIRS GOVERNMENT OF INDIA
8. WELL DISCIPLINE

SHIHAN SAHADEV BARMAN

6th Degree Black Belt
Director of North East India KIFI
State President of Kudo MMA Association
West Bengal

Email : kudommawestbengal@gmail.com/sahadevkarate@gmail.com
Ph. no : 9434874839/9800890638

Visit our Website : www.kudowestbengal.org
www.martialartacademy.in

শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য লগ্নে ভিড় উপচে পড়লো এই বুটিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার পুজো সেখানে হলো নিষ্ঠার সঙ্গে। তারপর বিকেল হতে না হতেই সেই বুটিকে নামলো ক্রেতা সাধারণের ঢল। কলেজের অধ্যাপিকা থেকে শুরু করে নৃত্য শিল্পী, সঙ্গীত শিল্পী, ব্যতিক্রমী সমাজসেবী ও টোটো চালক মুনমুন সরকার কে ছিলেন না সেই দলে। ৩০ এপ্রিল শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি লেকটাউনের শ্রীমা সরনিতে অবস্থিত স্বর্ণালি বুটিকে রাত পর্যন্ত ছিলো একেবারে ক্রেতা সাধারণের ভিড়ে গাদাগাদি অবস্থা। সকলেই সেই প্রতিষ্ঠানের কর্নধার লাভলী দেবের সুমধুর ব্যবহার এবং সুন্দর সুন্দর সব শাড়ির আকর্ষনে সেখানে দৌড়ে যান। অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষ্যে সেখানে বিভিন্ন শাড়ির প্রদর্শনী ছিলো। আর সেই সব শাড়ি দেখা, শাড়ি কেনার ভিড়ে একেবারে অক্ষয় স্মৃতি হয়ে ওঠে স্বর্ণালি বুটিক। কর্ণধার লাভলি দেব বলেন. গুনগত মানের সব শাড়ি, সুন্দর সুন্দর হস্ত শিল্পের সব নমুনা দেখেই তাদের কাছে দূর দূর থেকে ক্রেতারা ছুটে আসেন। আর সব ক্রেতাকেই তাঁরা তাদের পরিবারের সদস্য মনে করেন। ফলে কেও তাদের টান এড়িয়ে যেতে পারেন না। ব্যতিক্রমী টোটো চালক মুনমুন সরকার বলেন, ‘‘লাভলী নামটি সত্যি লাভলী। নারী সমাজকে ওর কাছ থেকে কিছু শেখার রয়েছে, কিভাবে স্বনির্ভর হওয়া যায়। ’’

বিয়ের মরশুমেও কেনাকাটার জন্য এখন মানুষের মন টানছে এই বুটিক

মৃত্যু ভাবনার অনুশীলনের মাধ্যমে লোভ, দ্বেষ, মোহ ক্রমশ ক্ষয় পেতে থাকে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ মৃত্যু প্রত্যেকের জীবনে এক স্বাভাবিক ঘটনা। জন্ম হলে মৃত্যু হবেই, এটা চিরন্তন সত্য। কিন্তু আমরা অধিকাংশ মানুষ মৃত্যু চিন্তা করতে আগ্রহী নই। গৌতম বুদ্ধ বলেছেন, একটি গাছ থেকে একটি পাকা ফল যেমন যে কোনো সময় ঝরে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে তেমনই সব মানুষেরই যে কোনো সময় মৃত্যুর ঝুঁকি থাকতে পারে। মৃত্যুর দুঃখ এড়ানোর কোনো উপায় নেই। তবে এরজন্য মাঝেমধ্যে মৃত্যু ভাবনা জরুরি। মৃত্যু ভাবনা আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করে। মানসিক উদ্বেগ এবং চাপ কমিয়ে আমাদের মানসিক ভারসাম্য রাখতে সাহায্য করে মৃত্যু। জীবনের অর্থ বোঝা, সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করা, অহঙ্কার এবং শত্রুতার বিনাশ ঘটানো,জীবনের প্রতি গভীর উপলব্ধি এবং সত্যতা বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে মৃত্যু চিন্তা। শিলিগুড়ি ইসকন মন্দির লাগোয়া ননি বড়ুয়া কিন্তু সব চিন্তা ভুলে প্রতিদিন রাতে মৃত্যু চিন্তা করেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের মরনানু স্মৃতি ভাবনা প্রতিদিন পাঠ করেন। তাঁর মতে, এই মৃত্যু ভাবনার পাঠ অনুশীলন বা সাধনা করলে মৃত্যু ভয় দূরে চলে যায়। অনেকের অকারনে মৃত্যু ভয়ের উদ্বেগ থাকে, তার থেকে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু মৃত্যু ভাবনার পাঠ তাকে অতিরিক্ত শক্তি দিতে পারে। লোভ, দ্বেষ, মোহ নামক বিষয়গুলো দূর হতে থাকে মৃত্যু ভাবনার অনুশীলনের মাধ্যমে। বৌদ্ধ অনুরাগী ননিদেবী বহু দিন ধরে গৌতম বুদ্ধের বিভিন্ন উপাসনা ব্রত পাঠ করেন। তারমধ্যে মরনানু স্মৃতি ভাবনা পাঠ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মৃত্যুর পরে আত্মার সদগতি প্রাপ্তিতেও গৌতম বুদ্ধের সূত্র পাঠ বিশেষ সাহায্য করে বলে ননিদেবী বিশ্বাস করেন।

সকলকে বুদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা

CELL 89183 54785
73191 27594

এখনো সমাজে অনেক মানুষ নিরাশ্রয় অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকেন। এখনো আমাদের সমাজে অনেক ভবঘুরে রয়েছেন যারা নিদারুন কষ্টে থাকেন। এখনো অনেক মানুষ একটু বস্ত্র বা খাদ্যের জন্য হা পিত্যেশ করেন। আর ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সবসময় এই সব অসহায় মানুষদের পাশে থাকার জন্য আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আপনারাও ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এই কর্মযজ্ঞে সামিল হউন – সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য গুগুল পে নম্বর বা যোগাযোগ নম্বর ৮৯১৮৩৫৪৭৮৫

BHAKTINAGAR SHRADDHA WELFARE SOCIETY

নি:স্বার্থ সেবা

BHAKTINAGAR SHRADDHA WELFARE SOCIETY

16 MASJID ROAD, ASHRAFNAGAR,
WARD NO. 40, SILIGURI-734006

শিলিগুড়িতে স্ট্রেংথ লিফটিংয়ের বিরাট প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ স্ট্রেংথ লিফটিংয়ে গোটা দেশ তথা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিলিগুড়ির সুনাম উঁচুতে মেলে ধরেছেন শিলিগুড়ি তথা ভারতনগর নিবাসী তথা দার্জিলিং জেলা স্ট্রেংথ লিফটিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদিকা শর্মিষ্ঠা লাহিড়ী। তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে পায়েল বর্মনও শিলিগুড়ির সুনাম জাতীয় স্তরে মেলে ধরেছেন। এই দুই মহিলা তাদের প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে শিলিগুড়ি সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গ থেকে সম্ভাবনাময় স্ট্রেংথ লিফটারদের আবিস্কার করার চেষ্টা করছেন। তাছাড়া স্ট্রেংথ লিফটিংকে স্থানীয়ভাবে জনপ্রিয় করারও চেষ্টা করছেন। তাদের এই অক্লান্ত পরিশ্রমকে মর্যাদা দিতে রাজ্য স্ট্রেংথ লিফটিং এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা এবারে শিলিগুড়িতে ইস্টার্ন ইন্ডিয়া স্ট্রেংথ লিফটিং এর আসর বসানোর প্রস্তাব দেয়। আর সেই প্রস্তাব সাদরে গ্রহন করেন শর্মিষ্ঠাদেবী এবং তাদের দার্জিলিং জেলা স্ট্রেংথ লিফটিং অ্যাসোয়িয়েশন সেই ইস্টার্ন ইন্ডিয়া স্ট্রেংথ লিফটিং এর আসরকে সফল করতে মাঠে নেমে পড়ে। গত ২৫ থেকে ২৭ এপ্রিল শিলিগুড়ি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সেই স্ট্রেংথ লিফটিং এর আসর বসে। তাতে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বিহার, ঝাড়খন্ড, অসম, ওড়িশা, ত্রিপুরা, সিকিম, মনিপুর, অরুনাচল প্রদেশ থেকে মোট ২৫০ জন প্রতিযোগী অংশ নেন। বিভিন্ন বিভাগে সেই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে ইনক্লাইন বেঞ্চ প্রেস এন্ড স্ট্রেংথ লিফটিং এ জুনিয়র বিভাগে স্ট্রংম্যান হয়েছেন কলকাতার শৈবাল নাগ। ইনক্লাইন বেঞ্চ প্রেস সিনিয়র বিভাগে সবমিলিয়ে সর্বোচ্চ কাপ জয়ীর শিরোপা পেয়েছেন কলকাতার অনিশ শা। আবার মাস্টারওয়ান পুরুষ বিভাগে স্ট্রংম্যান কাপ উইনার হয়েছেন কলকাতার জিৎ চক্রবর্তী। তিনি সর্বোচ্চ কাপও জয়ী হয়েছেন।

পুরুষ এবং মহিলা দুটি বিভাগেই বাংলার ছেলেমেয়েরা যে পিছিয়ে নেই তা কিন্তু বারবার প্রমানিত হয়েছে এই প্রতিযোগিতায়। জুনিয়র বিভাগে স্ট্রং ওম্যান কাপ জয়ী হয়েছেন সিকিমের রিকিলা ভুটিয়া। মহিলাদের জুনিয়র বিভাগে স্ট্রং ওম্যান কাপ জয়ী হয়েছেন কোচবিহারের মায়া রায়। সিনিয়র গ্রুপে স্ট্রং ওম্যান হয়েছেন শিলিগুড়ির মেয়ে পায়েল বর্মন। স্ট্রং ওম্যান মাস্টার কাপ জয়ী হয়েছেন শিলিগুড়ির শর্মিষ্ঠা লাহিড়ী।

স্ট্রং ওম্যান সিনিয়র গ্রুপে স্ট্রেংথ লিফটিং কাপ জয়ী হয়েছেন সিকিমের স্বপ্না সোনার। স্ট্রং ওম্যান হিসাবে সর্বোচ্চ কাপ জয়ীর শিরোপা পেয়েছেন মাস্টার সারা রসাইলি। শিলিগুড়ি রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘ এবং জিম ওনার্স এসোসিয়েশন এই প্রতিযোগিতার আয়োজন সফল করতে এগিয়ে আসে। সহযোগিতা করে তরুন তীর্থ ক্লাবও। প্রতিভাময়ী স্ট্রেংথ লিফটার শর্মিষ্ঠা লাহিড়ীর তত্বাবধানে সকলে মিলে অতিথি আপ্যায়ন থেকে শুরু করে সমগ্র প্রতিযোগিতা সফল করতে যেভাবে পরিশ্রম করেছেন তারজন্য তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন সকলেই। শিলিগুড়িতে এই প্রথম স্ট্রেংথ লিফটিং এর এতো বড় আসর বসিয়ে আয়োজকরা কার্যত এক নতুন নজির এর ইতিহাস তৈরি করলেন। আয়োজকদের তরফে শর্মিষ্ঠা লাহিড়ী ফোনে জানিয়েছেন, তাঁরা চাইছেন শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখতে এই স্ট্রেংথ লিফটিং আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠুক নতুন প্রজন্মের মধ্যে। সহযোগিতা করার জন্য শিলিগুড়ির মহানাগরিক গৌতম দেব থেকে শুরু করে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ সকলের প্রতি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন শর্মিষ্ঠাদেবী।

এ আই নিয়ে গবেষনায় নামছে এই মেধাবী ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে গোটা বিশ্ব দখল করে নিতে চলেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। আর তার জেরে অপরাধীরা এ আই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ব্যাপকভাবে অসৎ কাজে ব্যবহার করতে পারে। ফলে বিশ্ব জুড়ে এ আই এক আতঙ্কের বিষয় হতে পারে। তাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে নেতিবাচক বা অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার কাজ কিভাবে প্রতিহত করা যেতে পারে তা নিয়ে ভবিষ্যতে গবেষণার কাজ করতে চায় মেধাবী ছাত্রী ঐশানি চ্যাটার্জী। প্রতিভাবান ও মেধাবী ছাত্রী ঐশানি এবার আই সি এস ইর ফলাফলে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। ৯৮.৬শতাংশ ওর প্রাপ্ত নম্বর। শিক্ষাপ্রেমী সকলের নজর কেড়েছে শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ার ঐশানি। বাংলায় ও পেয়েছে একশ-তে একশ, যা এক দৃষ্টান্ত। ওর মা অনিন্দিতা চ্যাটার্জী একজন সঙ্গীত শিল্পী আর বাবা রাজাশিস চ্যাটার্জী ব্যবসায়ী। এইরকম ফলাফলের জন্য ঐশানি ওর বাবা মা এবং শিক্ষকশিক্ষিকাদের কৃতিত্ব দিতে চায়। বাংলার পাশাপাশি ইতিহাস, ভুগোলে একশোয় একশ, ইংরেজি সাহিত্যে একশ, ইংরেজি ভাষায় ৯৪, ফিজিক্সে ৯৮, কেমেস্ট্রিতে ৯৯,বায়োলজি ৯৯, কম্পিউটার সায়েন্স ৯৭ এবং অঙ্ক ৯৫। কিন্তু বাংলাতে একশোয় একশো নম্বর পাওয়াটা সকলকে হতবাক করে দিয়েছে। নির্মলা কনভেন্টের ছাত্রী ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্রী হলেও বাংলা নিয়ে চর্চা করেছে সবসময়। ওর মা এর অনুপ্রেরনা এবং পরিশ্রম ওকে সবসময় উদ্দীপ্ত করেছে। পরীক্ষার প্রস্তুতির ফাঁকে ঐশানি নৃত্য ও সঙ্গীতের চর্চা চালিয়ে গিয়েছে। ও কথথক নৃত্য করতে ভালোবাসে। আবার সময় পেলে ছবিও এঁকে নিয়েছে। এইসব সৃজন চর্চা পড়াশোনার প্রতি মনঃসংযোগ বৃদ্ধি করতে আরও বেশি সাহায্য করেছে ঐশানিকে। শুধু যে পড়াশোনা করলাম, ভালো রেজাল্ট করলাম তারপর নিজের স্বার্থ নিয়ে পড়ে থাকলাম তেমন মেয়েও নয় ঐশানি। সমাজের আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর মানুষদের জন্যও ও কিছু করতে চায়। আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর বা অসহায় মানুষের জন্য ওর মন কাঁদে। যা সামাজিক দায়বদ্ধতার দিকে ওকে আরও বেশি করে ঠেলে দেয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবসময় ওর স্মরনে মননে। ভবিষ্যতে রোবোটিক্স বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে এ আই প্রযুক্তি নিয়ে ওর গবেষনা করার ইচ্ছে রয়েছে। ঐশানির বক্তব্য, এ আই কিন্তু কুড়ি বছরের মধ্যে সব কিছু গ্রাস করে নিতে চলেছে। ফলে বহু অপরাধী এ আই প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষের ক্ষতি করে বিশ্বকে রসাতলে নিয়ে যেতে পারে। সেই নেতিবাচক শক্তিকে পরাস্ত করা বা এ আই প্রযুক্তির কুপ্রভাব কিভাবে ঠেকানো যায় তা নিয়ে মৌলিক গবেষনার কাজ করতে চায় ঐশানি। ঐশানির মা অনিন্দিতা চ্যাটার্জী মেয়ের এই সাফল্যে আপ্লুত। অনিন্দিতাদেবী বলেন, ইংরেজি মাধ্যমে পড়লেও ঐশানি যেভাবে বাংলার মনিষীদের স্মরন করে বাংলার চর্চা করেছে তা আজকের দিনে সত্যি উল্লেখ করার মতো বিষয়।

সকলকে বুদ্ধ জয়ন্তীর শুভেচ্ছা জানাই

অসমঞ্জ সরকার

শিবমন্দির
ইউনিভার্সিটি এভিনিউ
গেট নম্বর ২
পোঃ এন বি ইউ

মোবাইল নম্বর ঃ ৯৬৩৫৫২২৬৪১

সকলকে বুদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা

উৎসব উপহারে - নিত্য প্রয়োজনে

M. 9732480258
9735321269

কোনি ড্রেসেস

প্রোঃ বাবলি পাল

সুটিং-সার্টিং, ছাপা শাড়ি, ফ্যান্সি শাড়ি, তাঁত শাড়ি, চুড়িদার নাইটি, টি-শার্ট, জিনস প্যান্ট, রেডিমেড পোষাক, ধুতি, লুঙ্গি বিক্রেতা

ফুলবাগান,
পোঃ তালগাছি,
পিন - ৭৪২১৪৯
SBCO ইট ভাটার সামনে,
মুর্শিদাবাদ

সুস্থ থাকতে কিভাবে খাবেন, গৌতম বুদ্ধের নিয়ম

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ বৈশাখি পূর্ণিমাতে গৌতম বুদ্ধের জন্ম। এই সময়ই তিনি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। এই সময়ই তিনি আবার মহানির্বান লাভ করেন। মানুষ কিভাবে ভালো থাকবে তারজন্য তিনি সাধনা করেছিলেন। তিনি মানুষের খাদ্য গ্রহন কেমন হবে তার দর্শনও দিয়ে গিয়েছেন। প্রথমত নিরামিষ খাদ্য গ্রহন করতে হবে। কেননা তিনি প্রানী হত্যার চরম বিরোধী ছিলেন। হিংসাকে তিনি বারবার বর্জন করতে বলেছেন। দ্বিতীয়ত গৌতম বুদ্ধ বারবারই কিন্তু বলে গিয়েছেন সুস্থ থাকতে হলে পরিমিত আহার গ্রহন করতে হবে। গৌতম বুদ্ধ সেই পরিমিত আহারের রাস্তাতেই সবসময় চলতেন। পরিমিত আহারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেছেন, প্রতিবেলা খাবারের মধ্যে কিছু সময় না খেয়ে থাকুন। দিনের কিছু সময় না খেয়ে থাকলে কোনো ক্ষতি নেই। এতে হজম ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। আর শরীরের অতিরিক্ত ওজনও কমে যায়।আজকাল চিকিৎসকরাও কিন্তু অল্প করে কিছু সময় বাদে বাদে বারবার খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

তিনি কখন সকালের জলখাবার খাবেন তা গৌতম বুদ্ধ প্রতিদিন লিখে রাখতেন। সকালের জলখাবার আবার রাতের খাবারের মধ্যে বারো ঘন্টার ব্যবধান রাখতেন তিনি। শরীরে অতিরিক্ত মেদ যাতে না জমে তারজন্যই এই ব্যবধান। খাবারে চিনি বা লবন কোনোটাই গ্রহন করতেন না তিনি। শান্ত মনে তিনি সবসময় খাবার খেতেন। তবে চিনি বা লবনের পরিবর্তে তিনি মধু গ্রহন করতেন। আর ফল বেশি করে খেতেন। ফলের সঙ্গে সয়াবিন, দুধ, সব্জি খাওয়ার কথা তিনি বলেছেন।

দানের মাধ্যমে মন শুদ্ধ হয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ আমরা অনেকেই দান সম্পর্কে অনেক কথা শুনি। সংসারে অনেক মানুষের অর্থ আছে। কিন্তু তাঁরা সহজে দান করতে চান না। অনেক অর্থবান ব্যক্তি বড়ই কৃপন। তাঁরা আরও চাই, আরও চাই করতে থাকেন। কিন্তু কাওকে কোনো দান করতে চান না। কিন্তু দান করলে কি হয়, দানে আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য কি, সেটাও তাঁরা বোঝেন না। তাঁরা শুধু ভোগ কিনতে চান। ভোগের পিছনেই তাঁরা ছোটেন। ফলে ভোগ মানে দুঃখ কষ্টও তাদের পিছু ছাড়ে না। এক কষ্ট যায়তো আরেক কষ্ট তাদের কপালে চলে আসে। অর্থ দিয়ে তাঁরা একবার দুঃখ কমাতে চেষ্টা করেনতো আবার কষ্ট চলে আসে। আসলে এই সব জড়বাদী ভোগের মানুষের অভাব রয়েছে জ্ঞানের। তথাগত খোদ বিষ্ণুর অবতার গৌতম বুদ্ধ জগতের এইসব অজ্ঞানী সম্পর্কে জানিয়ে গিয়েছেন, দান নামক রাস্তা দিয়েই নির্বানে পৌঁছানো সম্ভব। দান হলো অত্যন্ত জরুরি একটি মহাকাজ। নির্বান বা জগতের দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দান এক বিরাট পথ।

দানের কাজ চালিয়ে যাওয়া খুব কষ্টকর। দান করতে গিয়ে চাররকম বাধার মধ্যে পড়েন মানুষ। এক) অনেক মন স্থির করতে পারেন না, আমার পছন্দের সামগ্রী অন্যজনকে দান করে দেবো? আমার পছনের জিনিস আমি ত্যাগ করে দেবো? এই প্রশ্ন মনকে বিচলিত করে সকলের। সেই জিনিসের মোহ অনেকে ত্যাগ করতে পারেন না। তখন পিছিয়ে পড়েন দান কর্ম থেকে। দুই)আমার পছন্দের এই সামগ্রীটা আমি তোমায় দিলাম, এমন কথা অনেকে বলেন। আমি সামগ্রীটা দান করে দিলাম তা অনেকে বলতে পারেন না। তিন) যে সামগ্রী আমি পছন্দ করি তা নিজের হাতে তুলে দেবো অন্যকে? এই সিদ্ধান্ত হাসিমুখে খুব কমজনই নিতে পারে। চার) অনেকে দান করেও মানসিক শান্তি পান না। দান করেও তারা আফশোস করেন, এত টাকা দিয়ে দেবো ভেবেছিলাম, কিন্তু বেশি দিতে হলো।

দান চারপ্রকার। এক) আহার দান দুই)বস্ত্র দান বা পরিধেয় কিছু দান করা তিন) আবাস দান বা আশ্রয় বা বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা চার) ওষুধ দান বা রোগীর সেবা। আড়াই হাজার বছর আগে বৌদ্ধ ধর্মে এই চার রকম দানের কথা বলা হয়েছে।

দানের অনুশীলন সবসময় মনে চালিয়ে যেতে হয়। দানের অভ্যাস চালিয়ে গেলে পুণ্য সঞ্চয় হয়। তবে উপযুক্ত পাত্রে দান করতে হয়। যারা সৎ সঙ্গ করেন, সৎ কাজে লিপ্ত তাদেরকে দানের সময় অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। দানের মাধ্যমে মন উদার হয় এবং ত্যাগের শক্তি বৃদ্ধি পায়। দানের মাধ্যমে মন শুদ্ধ হয় এবং লোভ, দ্বেষ , মোহ দূর হতে থাকে। স্বর্গে যাওয়ার রাস্তা প্রসারিত করে দান। মানুষের দুঃখও অনেক কমে যায় দানের মাধ্যমে।

গৌতম বুদ্ধ নিয়ে কিছু তথ্য

১) গৌতম বুদ্ধ আড়াই হাজার বছর আগে লুম্বিনীর কাছে কপিলাবস্তিতে জন্মগ্রহন করেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন শুদ্ধোধন, তাঁর মা ছিলেন মায়াদেবী বা মহামায়া। শাক্য নামে ক্ষত্রিয় বংশের প্রধান ছিলেন তাঁর পিতা।

২) জ্ঞান বৃক্ষ বা বোধি বৃক্ষের নিচে আলোকিত হয়েছিলেন সিদ্ধার্থ গৌতম। তারপর থেকে তাঁকে বুদ্ধ হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

৩) বুদ্ধ শব্দের অর্থ হলো আলোকিত। তিনি সাধনার মাধ্যমে যা শিখেছিলেন তা সকলকে শেখাতে শুরু করেছিলেন যাতে সবাই ভালো থাকে। অনেকেই তখন তাঁকে অনুসরন করতে শুরু করেন।

৪) বুদ্ধত্ব লাভের পর গৌতম বুদ্ধ পাঁচ জন সাধককে তাঁর প্রথম শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন কৌন্ডিন্য।

৫) সিদ্ধার্থ তখন রাজপুত্র। তিনি শিকার করবার সময় কতগুলো জিনিস প্রত্যক্ষ করেছিলেন যা তাঁর জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসে। তিনি একজন অসুস্থ ব্যক্তি, একজন বয়স্ক ব্যক্তি এবং এক শবযাত্রা দেখেছিলেন। তারসঙ্গে তিনি একজন সন্ন্যাসীকে ভিক্ষাও করতে দেখেছিলেন। তখন তিনি বুঝতে পারেন এই পৃথিবী দুঃখে পরিপূর্ণ এবং প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধানে তখন থেকেই তিনি রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করার কথা ভাবতে থাকেন।

৬) অশোক ও কনিস্কের মতো শাসকরা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিলেন। অশোক বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান সংস্করন অনুসরন করেছিলেন, কনিষ্ক বৌদ্ধ . কনিষ্ক বৌদ্ধ ধর্মের হীনযান সংস্করন অনুসরন করেছিলেন।

৭)বৌদ্ধ ধর্মের আটটি প্রতীক । সিংহাসন, স্বস্তিকা, হাতের ছাপ, হুক করা গিঁট, গহনার ফুলদানি, জল মুক্তির ফ্লাস্ক, মাছের জোড়া, ঢাকনা দেওয়া বাটি। বৌদ্ধ ধর্মে এই আটটিকে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসাবে উল্লেখ করা আছে।

৮) কার্লসনের মতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান তিনটি প্রতীক হলো বোধিবৃক্ষ, ধর্ম চাকা এবং স্তুপ।

ধন্য যশোধরা

কবিতা বনিক
(মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি)

সিদ্ধার্থ এসেছেন কপিলাবস্তু সাত বছর পর,
এখন তিনি দেশবন্দিত ভিক্ষু শাক্যমুনি।
সিদ্ধার্থ প্রবজ্যা নিতেই যশোধরা
অন্তঃপুরেই হলেন সন্ন্যাসিনী।
যশোধরার চেতনায় ছিল স্বামীর বুদ্ধত্ব
লাভের, হওয়ার ফলভাগিনী।
শাক্যমুনি জানেন যশোধরা জন্মজন্মান্তরের
ধর্মপথের সহায়ক সঙ্গিনী।
যশোধরা বলেন,রাহুল ! ঐ তোমার পিতা।
জনতা যাঁর বন্দনা গাইছে ,
ঐ সৌম্যকান্তি দিব্যদেহই তোমার
জীবনদেবতা।
সাত বছরের রাহুলকেও ঐ পথ অনুসরণের
আদেশ দিলেন মাতা।
রাহুলের প্রশ্ন, যিনি আমার জন্মকালে
গৃহত্যাগ করেন
রাহুল নামকরন করে ? যার অর্থ বন্ধন ?
যশোধরা বলেন, তোমার পিতা সন্ন্যাসী
মাতা তপস্বিনী,তুমি কোন পথে
যাবে কর নির্বাচন।
যাও বৎস ! পিতার কাছে সত্য ভিক্ষা নাও,
উত্তরাধিকারী তুমি তাঁর !
মায়ের আদেশে শাক্যমুনিকে সম্বোধন করে,
পিতা ! আমি তোমার উত্তরাধিকারী,
তোমার সম্পদের করো ভাগীদারী !
ঝলমল করে ওঠে বুদ্ধের শ্রীমুখখানি,
"দিব্যজীবনের উত্তরাধিকারী দেওয়ারই ক্ষমতা রাখি আমি"
বলে, তুলে দিলেন ভিক্ষা পাত্রখানি।
ধর্মপথে সহায়ক থেকে সদর্থেই সহধর্মিনী।
একমাত্র পুত্রকে জ্ঞান লাভে উদ্বুদ্ধ করা
মহাভাগ্য,পূজার্হা ! ধন্য যশোধরা !

বুদ্ধদেবের জন্মস্থান

অসমঞ্জ সরকার
(শিবমন্দির)

করেছিলেন আবিস্কার ভগবান বুদ্ধের
জন্মস্থান।
কপিলাবস্তুর লুম্বিনী গ্রাম মহা তীর্থস্থান।
করতেন কাজ পুরাতত্ব বিভাগে পূর্ণচন্দ্র
মুখার্জি।
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নিয়ে
অফুরন্ত এনার্জি।
১৮৯৮ এর ২৩শে জানুয়ারি, গেলেন পূর্ণচন্দ্র
লক্ষৌ হতে।
নেপালর তরাই অঞ্চলের দিকে, উর্ধ্বতন
আধিকারিকের নির্দেশে।
শুরু হল সে কঠিন কাজ, বুদ্ধদেবের
জন্মস্থান নিয়ে।
প্রচুর পরিশ্রমে অবশেষে প্রমান করলেন
কপিলাবস্তু গিয়ে।
লুম্বিনী গ্রাম বুদ্ধদেবের জন্মস্থান, নাই
কোনও দ্বন্দ এনিয়ে।
তাঁর লেখা রিপোর্ট ১৯০১ এ হয়েছে ছাপা
বইয়ের আকারে।
যা, রাখা আছে পুরাতত্ব বিভাগের
ডিজিটাল গ্রন্থাগারে।
ধন্য পূর্ণচন্দ্র, ধন্য তাঁর অধ্যবসায় এই মহতী
ব্যাপারে।
যা লেখা থাকবে ইতিহাসের পাতায় পাতায়
স্বর্ণাক্ষরে।

চোরাবালি !

অশোক পাল
(ফুলবাগান, তালগাছি, মুর্শিদাবাদ-৭৪২১৪৯)

হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো ফিরে আসে না
আড়ালে ঢাকা স্বপ্নরা যেন
দীর্ঘশ্বাস ফেলে সময় অসময়
সেদিন জীবন ছিল অন্য মোড়কে ঢাকা
তার নাগাল পাওয়া ছিল ভার
আজ পিছন ফিরে দেখি
মাথা নত না করা শূন্য আস্ফালন
ভুলে ভুলে ভরা!
কি যে ভালো হতো যদি আবার
ভুল শুধরে নেবার
জাদু দন্ড খুঁজে পাওয়া যায় !
প্রান্তিক জীবনটাকে উপেক্ষার খেসারত
দিতে গিয়ে মরমে মরমে অসহ
যন্ত্রনার সঙ্গে সহবাস করছি---!
হায়! জীবন এমন সহজ সরল
তবু যেন রহস্যময় চোরাবালি!

নমো বুদ্ধায়

শ্রী সিদ্ধার্থ বড়ুয়া

(সহকারি অফিস সম্পাদক, হায়দরপাড়া অফিস সম্পাদক,
শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া বিদর্শন ধ্যান আশ্রম)

আজকের এই মহান ত্রিস্মৃতি বিজড়িত শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমায় সকলকে মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। বুদ্ধের সাধনা, শিক্ষা ও উপদেশ তিনি মানব তথা সমগ্র জীব জগতের মঙ্গল, কল্যান ও মুক্তির জন্য নিবেদন করেছেন।

বুদ্ধের শিক্ষা কখনো নির্দিষ্ট লোক বা বৌদ্ধদের জন্য ছিলো না। বুদ্ধের শিক্ষা ছিলো সমগ্র মানব জাতির মুক্তির জন্যে।

বুদ্ধ এমন একজন অদ্বিতীয় দার্শনিক ছিলেন তা একটু লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন।

বুদ্ধের দর্শনকে অনুসরন করে পরবর্তীতে অনেকেই বিখ্যাত দার্শনিক হয়েছেন। অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত দর্শন গবেষনা করেন এমন সকলেই বুদ্ধের পরবর্তী সময়ে এসেছেন। বুদ্ধের দর্শনের সাথে তুলনা করলে দেখা যায়, বুদ্ধের দেওয়া মতবাদগুলোকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সবাই পুনরায় ব্যক্ত করেছেন। যেমন গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস বলেছিলেন নো দাইসেল্ফ অর্থাৎ নিজেকে জানো। অথচ বুদ্ধের সমগ্র শিক্ষায় ছিলো,"আত্মশুদ্ধি হও" মানে নিজেকে শুদ্ধ করো। আরো বলেছেন-- নিজের ভেতরটাকে এমনভাবে জাগ্রত করো, যাতে নিজেই নিজের মুক্তির পথ আবিস্কার করে, সমস্ত দুঃখ মোচন করে, মুক্তি লাভ করা যায়।

এভাবে বুদ্ধ মানব জাতিকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দিয়ে নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক হিসেবে তুলে ধরেছেন। আর যে পথটি দেখিয়ে দিয়েছেন সেটা অনুশীলন করতে হয় ধ্যানের মাধ্যমে। বুদ্ধের ভাষায় এটাকে বিদর্শন ভাবনা বলা হয়। আমরা অনেকেই বুদ্ধকে ঈশ্বর বা ভগবান বা সৃষ্টি কর্তা মনে করে থাকি। মনে করি তিনিই আমাদেরকে ধনী-গরিব, সমাজে উঁচু-নীচু পার্থক্য, পরীক্ষায় পাশ-ফেল করিয়ে থাকেন। এমন কি জন্ম-মৃত্যুও তিনি পরিচালনা করেন। অথচ বুদ্ধ বলেন অদৃশ্য সৃষ্টিকর্তার পিছনে সময় ব্যয় না করে দৃশ্যমান সৃষ্টিকর্তাকে পূজা করো, মানে মাতা-পিতা হলো দৃশ্যমান সৃষ্টিকর্তা। সেই দৃশ্যমান সৃষ্টিকর্তাকে ভরন-পোষন দিন, গৃহ দেবতা হিসাবে গণ্য করুন। বৃদ্ধ কালে তাদেরকে অতিরিক্ত যত্ন সহকারে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন, যেরকম আমাদের জন্মের পরে মা-বাবারা সন্তানদের প্রতিপালন করেন। তবেই মানব জীবনের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হবে।

মোদ্দা কথা--বুদ্ধের পরিভাষায় , তাঁর আবিস্কৃত ধর্ম কখনো অনুষ্ঠানের ধর্ম ছিলো না। এধর্ম হলো পুরোপুরি অনুশীলনের ধর্ম। যদিও আমরা আজকাল অনুশীলনের চেয়ে আনুষ্ঠানিকতাকেই বেশি গুরুত্ব দিই। ধরুন প্রত্যেকের পিতা-মাতাকে ভরনপোষন দেওয়া প্রতিটি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু এমন সন্তানও দেখা যায় সমাজে, লোক নিন্দা ও বদনামের ভয়ে বাধ্য হয়ে মাতাপিতাকে দেখভাল করে। আবার এমন সন্তানও আছে, মা-বাবার জীবিতকালে কোনরকম ভরনপোষন ও সেবা শুশ্রুষা করে না। অথচ তাদের মৃত্যুর পর প্রচুর অর্থ ব্যয় করে, সুস্বাদু ভুড়িভোজ খাইয়ে সমাজকে দেখায় মৃত মা-বাবার জন্য কত অর্থ ব্যয় করলাম। এগুলো কি লোক দেখানো আনুষ্ঠানিকতা নয়?

সর্বোপরি বুদ্ধের উপদেশ, শিক্ষা এসব পালন করতে হলে অনুশীলনই একমাত্র পথ।

আজকে বুদ্ধ পূর্ণিমা বা বুদ্ধ দিবস। সারা বিশ্বব্যাপী এই দিনটিকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপন করবে। কিন্তু বুদ্ধের কয়েকটি প্রাথমিক উপদেশ যেমন প্রানী হত্যা না করা বা প্রানীকে আঘাত না করা, চুরি না করা, মিথ্যা কথা বা মিথ্য ভাষন না করা, নেশা দ্রব্য সেবন না করা । এগুলো কি শুধু আজকের দিনটিতে পালন করলে বা মানলে হবে?

বুদ্ধের এই দুর্লভ শিক্ষা, উপদেশ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিপালন না করলে মানব জীবনে সার্থকতা পাওয়া যাবে না।

পরিশেষে এই মহান দিবসে একটাই প্রার্থনা, একটাই সঙ্কল্প, সকলেই বুদ্ধের নির্দেশিত পথ অনুসরন ও অনুশীলন করুক জীবনের প্রতিটি দিন। তবেই অশান্ত বিশ্বে শান্তি বিরাজ করবে।

জগতের সকল প্রানী সুখী হউক। সকলেই দুঃখ মুক্ত হউক, ভয়হীন হউক, রোগহীন হউক, শত্রুহীন হউক। বিপদহীন হউক।

বহুদিন মনের গভীরে থাকবে শান্তিনিকেতন

অর্পিতা দে সরকার
(সহ সম্পাদিকা, খবরের ঘন্টা, বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি)

সম্প্রতি আমার ছোট মেয়ে আরাধ্যা একটি আন্তঃজেলা টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনের জন্য বোলপুর গিয়েছিলো। তার খেলার সূত্রেই আমাদের পরিবার বোলপুর সফরে বেরিয়ে পড়ে। এটি শুধুই একটি খেলার সফর নয়, বরং শান্তিনিকেতনের হৃদয়স্পর্শী পরিবেশে কাটানো কিছু অসাধারণ দিনের স্মৃতি হয়ে রয়ে গেলো।

আমরা সকালবেলায় কলকাতা থেকে ট্রেনে রওনা দিই। মেয়েটার মধ্যে প্রচন্ড উত্তেজনা--প্রথম বড় প্রতিযোগিতায়, নতুন শহর, নতুন অভিজ্ঞতা। বোলপুর স্টেশনে পৌঁছে হোটেলে উঠেই শুরু হয় প্রস্তুতি। পরদিন খেলা ছিলো, তাই প্রথম দিনটা বেশি কোথাও ঘোরাঘুরি না করে শুধু শহরটা একটু চিনে নেওয়া আর হালকা হোটেলিং করেই কাটিয়ে দিলাম। পরদিন সকাল থেকে প্রতিযোগিতা শুরু হলো। বিভিন্ন জেলার ছেলেমেয়েরা অংশ নিচ্ছে, সব্বার মধ্যেই একটা স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার স্পিরিট। মেয়েটা একটু নার্ভাস থাকলেও ধীরে ধীরে স্বচ্ছন্দ হয়ে গেলো। কোচের গাইডন্সে এবং নিজের চেণ্ঠ্ঠা টায় সে দারুন খেলল-- দুই রাউন্ড জিতেও গেল! ওর মুখে যে তৃপ্তির হাসি দেখেছিলাম, সেটা সত্যি অমূল্য।

খেলার ফাঁকে আমরা শান্তিনিকেতন ঘুরে দেখার প্ল্যান করলাম। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র ভবন, উপাসনা গৃহ--সবকিছুতেই যেন এক অনন্য শান্তি ও স্নিগ্ধতা মিশে আছে। বিশ্ব কবির স্মৃতি যেন বাতাসে মিশে আছে-- প্রতিটি গাছ, প্রতিটি ইটপাথরে তাঁর ছোঁয়া।

বিশেষ করে রবীন্দ্র ভবন সংগ্রহশালা আমাদের মনে গভীর দাগ

কেটেছিল। এটি শুধু একটি জাদুঘর নয়, বরং কবি গুরুর জীবন ও সৃষ্টির প্রতিচ্ছবি। সেখানে কবির ব্যবহৃত নানা জিনিস, যেমন তাঁর চশমা, কালি-কলম, পোশাক, চিঠিপত্র এমনকি তাঁর শেষযাত্রার সময় ব্যবহৃত তক্তাও সংরক্ষিত রয়েছে। তাঁর লেখা চিঠি আর কবিতার পান্ডুলিপি দেখে মনে হল, যেন সেই সময়টাতেই ফিরে গেছি। বিশেষভাবে তাঁর আঁকা স্কেচগুলো আমাদের অবাক করেছিল-- একজন মানুষ কত রকম শিল্পে দক্ষ হতে পারেন, তার নিদর্শন এই সংগ্রহশালা। একটি ঘরে তাঁর লেখা গ্রন্থের বহু ভাষায় অনুদিত সংস্করনও রাখা আছে -- যা তাঁর সাহিত্যিক গৌরবের আন্তর্জাতিক পরিসর তুলে ধরে। সেখানকার নিঃশব্দ পরিবেশে হেঁটে চলতে চলতে মনে হচ্ছিল, যেন কবি আজও আছেন, নীরবে সব দেখছেন, শুনছেন। আমরা সোনাঝুরি হাটেও গিয়েছিলাম-- বাউল গান, হস্তশিল্পের দোকান, আর একটানা সানাইয়ের সুর যেন এক স্বপ্নের জগতে নিয়ে যায়। মেয়েটা একটা ছোট খুলে তালপাখা কিনে ফেলল, আর একটা বাউল গায়কের সঙ্গে ছবি তুললো।

এই সফর আমাদের জন্য শুধুই খেলার নয়, মনের খোরাকেরও অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছিল। শান্তিনিকেতনের পরিবেশ, মানুষের সরলতা, আর বোলপুরের আতিথেয়তা-- সবকিছু মিলিয়ে মনে হল যেন আবার আসতে চাই এখানে, আর একটু সময় কাটাতে চাই এই শান্ত, শিল্প ও সংস্কৃতিতে ভরা শহরে।

এই যাত্রা আমাদের মনে দাগ কেটে গেল। মেয়ের খেলা ছিল উপলক্ষ্য, আর শান্তিনিকেতন ছিল উপহার---একটা যাত্রা,যা মনের গভীরে বহুদিন বেঁচে থাকবে।

চারদিকে শান্তি বিরাজ করুক

বিন্দু শর্মা দাহাল (প্রতিষ্ঠাতা অধিকর্তা, জি এইচ আর পিস ফাউন্ডেশন, প্রধান নগর, শিলিগুড়ি) এবং দীপিকা রক্ষিত বন্দ্যে
(ডিরেক্টর, ন্যাশনাল চেয়ারম্যান, জি এইচ আর পিস ফাউন্ডেশন, মালবাজার)

প্রথমেই সকলকে বুদ্ধ পূর্ণিমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সেই সঙ্গে সকলের উদ্দেশ্যে বার্তা দেবো, সবাই চারদিকে শান্তি বজায় রাখুন। হিংসার দ্বারা কোনো সমস্যার সমাধান হয় না। হিংসা, পরস্পর হানাহানি আমাদের পিছনের দিকে নিয়ে যায়। পৃথিবীতে শান্তি না থাকলে কারুরই উন্নয়ন হবে না। আমাদের সংগঠন সেই ভাবনা নিয়ে সারা বছর ধরে বিভিন্ন রকম সেবামূলক কাজ করে থাকে। মানুষের সেবাই আমরা বড় ধর্ম বলে মনে করি। যারা গরিব, অনগ্রসর তাদের কথা চিন্তা করে আমরা সারা বছর ধরে কাজ করে থাকি। আমরা মাঝেমধ্যেই চা বাগানের অনগ্রসর এলাকাতে পৌঁছে যাই। সেখানে গরিব চা শ্রমিকদের স্বাস্য পরীক্ষা করি বিনামূল্যে। যেখানে কেউ যায় না অথচ বিনা চিকিৎসায় রয়েছেন বহু মানুষ তাদের আমরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিনামূল্যে ওষুধও বিতরন করে থাকি। শিলিগুড়ি বা মালবাজার থেকে আমরা ডাক্তার, ওষুধপত্র, স্বাস্থ্য কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে যাই বিভিন্ন শিবিরে যাতে সেবার কাজটা ভালোমতো হয়ে থাকে।

বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি আমরা বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে অসহায় বৃদ্ধবৃদ্ধাদের মধ্যে খাদ্য বিতরন করার কর্মসূচি নিয়ে থাকি। আমরা কোনো গরিব অসহায় কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা যদি তার মেয়ের বিয়ে না দিতে পারেন তবে আমরা সহযোগিতা করি। আবার রাস্তার ধারে কেউ পড়ে থাকলে তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি। কখনো আমরা রক্ত দান শিবিরের আয়োজন করি। এভাবে সারা বছর ধরে আমাদের কর্মসূচি চলে অসহায় গরিব মানুষের কথা চিন্তা করি। আমরা চাইবো সব মানুষ জাতি ধর্ম ভুলে যার যা সামর্থ্য সেই অনুযায়ী মানুষের পাশে থাকুন। পৃথিবী দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এখনো যদি আমরা পুরনো ধ্যানধারনা মনে পুষে রেখে পরস্পর হানাহানি, যুদ্ধবিগ্রহ করতে থাকি তবে তা কিন্তু আমাদের পৃথিবী বা মানব সমাজেরই জন্য ক্ষতি। তাই ভগবান বুদ্ধের এই পুণ্য জন্মতিথি বা বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে আমরা আরও বেশি বেশি করে সকলের মধ্যে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

আত্মরক্ষার্থে ছেলেমেয়েদের কুডো শেখান

সিহান সহদেব বর্মন (রাজ্য সভাপতি ,কুডো এম এম এ এসোসিয়েশন,পশ্চিমবঙ্গ)

প্রথমেই সকলকে বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানাই।গৌতম বুদ্ধ পৃথিবীতে শান্তি তথা অহিংসার বিরাট বার্তা দিয়ে গিয়েছেন। আজকের পৃথিবীতে যেভাবে যুদ্ধ উন্মাদনা বা হিংসা শুরু হয়েছে সেই প্রেক্ষিতে গৌতম বুদ্ধকে স্মরন করে আমি বলবো, সবাই চারদিকে শান্তি বজায় রাখুন। কিন্তু চারদিকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে কেও যদি হঠাৎ আপনার ওপর হামলা চালায় তবে আপনি কি করবেন ? আপনাকেতো আত্মরক্ষার্থে লড়াই চালাতে হবে। নিজেকে রক্ষা করা বা হামলা প্রতিরোধ করা কোনো অন্যায় কিছু নয়। তাই আজকের দিনে কুডোর গুরুত্ব দিনকে দিন বাড়ছে। বিশেষ করে মেয়েদেরতো আত্মরক্ষার কৌশল শিখে রাখা অত্যন্ত জরুরি। স্কুল কলেজে আমি চাই সবাই কুডো শেখার দিকে গুরুত্ব দিক। এক্ষেত্রে শিলিগুড়ি মহকুমার বিধান নগরের মুরলীগঞ্জ হাইস্কুলকে আমি বলবো দৃষ্টান্তকারী স্কুল। সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম নির্দেশ দিয়েছেন, সেই স্কুলে সব ছাত্রছাত্রীকে কুডো শেখা বাধ্যতামূলক। ফলে সেখানে নিয়ম করে কুডোর প্রশিক্ষন দিয়ে থাকি।

এই কুডো শুধু আত্মরক্ষার জন্য যেমন প্রয়োজন তেমন আজকাল বহু ছেলেমেয়ে রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে পারদর্শিতা দেখাতে পারছে। অনেকের চাকরি ক্ষেত্রেও সুবিধা হচ্ছে কুডোর দক্ষতার জেরে। শিলিগুড়ি ভারত নগরে পাইপ লাইনের পাশে আমার কুডো প্রশিক্ষনের ক্লাস ঘর রয়েছে। বহু দূর দূর থেকে ছেলেমেয়েরা সেখানে আসছে। কুডো শেখানোর জন্য অভিভাবকদের মধ্যেও আগ্রহ দেখছি। এখানে কুডো শিখে অনেকেই জাতীয় স্তরে গিয়ে প্রতিভা মেলে ধরছে। কুডো ছেলেমেয়েদের শরীর ভালো রাখতেও সাহায্য করে। আজকাল পড়াশোনার খুব চাপ। তার সঙ্গে মোবাইলের আসক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, তারপর ফার্স্ট ফুড গ্রহনের উৎসাহ দেখা দিয়েছে। ফলে শরীরে মেদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শরীরে মেদ বৃদ্ধি পাওয়াতে অনেক রোগব্যাধি দেখা দিচ্ছে। তাই শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখতে কুডোর অনুশীলন জরুরি। এমনকি ভালোমতো কুডো শিখে তা অনুশীলন করলে শরীর ও মন চার্জ হয়, এতে পড়াশোনার মনঃসংযোগ বৃদ্ধি পায়।

ঘুরে এলাম জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি

পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী, বাবু পাড়া, শিলিগুড়ি)

প্রকৃতির রঙ্গ শালায় প্রথমেই আমরা পাই গ্রীষ্মকে। বছরের প্রথম মাস বৈশাখ। এই বৈশাখ মাসেরই এক পূর্ণিমায় রাজার ঘরে জন্ম গ্রহন করেছিলেন গৌতম বুদ্ধ। যিনি মানব কল্যানে রাজ সুখ ও সংসার ছেড়ে বিশ্বের দরবারে নিয়ে এসেছিলেন অহিংসার অমোঘ মন্ত্র। শুনিয়েছেন মানুষের কলুষ মুক্ত জীবনের কথা ও অমৃত বানী। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের লেখা ''নতুন তব জন্ম লাগি কাতর যতো প্রানী করো ত্রান মহাপ্রান, আনো অমৃতবানী।'' আবার ২৫শে বৈশাখেই জন্মগ্রহন করেন বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর জন্মদিন পালন করা হয় নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজোর মতোই তাঁর রচিত সঙ্গীত, নাটক, কবিতাতেই তাঁকে স্মরন করা হয়। এবছর কলকাতা ঘুরতে গিয়ে আমরা গিয়েছিলাম জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। টিকিট কেটে লাল লঙের প্রাসাদসম বাড়ির সামনে দাঁড়ালাম। সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা। আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম। বাড়িটি এখন মিউজিয়ামে পরিনত হয়েছে। ভেতরে ঢুকে আমি তখন গুনগুন করে গেয়ে উঠলাম,'কবে আমি বাহির হলেম তোমারই গান গেয়ে সেতো আজকে নয় , সে আজকে নয়।' কবে থেকে যে তিনি আমার জীবন জুড়ে রয়েছেন এখন আর তা মনে পড়ে না। ছোটবেলা থেকে কখনো কবিতায়, কখনো গানে , কখনো বা নাচের ছন্দে আনন্দের ঝাঁপি হাতে দোল খেতেন। মনে পড়ে ছোট বেলায় সাদাকালো টিভি থেকে হেমন্ত মুখার্জীর গান ভেসে আসছে, 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে'। কি সুন্দর ভরাট গলা। গানটি শুনতে শুনতে জানি না কেন বুকের কাছে একটি কষ্ট দলা পাকিয়ে আসতো। এই গানটি আজও আমায় কাঁদায়। তবে এখন আর অর্থহীন কান্না নয়।

ভাষা যেমন সবটুকু জুড়ে প্রকাশ পায় রবীন্দ্রনাথও তেমনই ভাষা। নিজের অন্তরকে প্রকাশ করার শব্দ শিখিয়ে চলে। সহজ পাঠের সহজিয়া রবি ঠাকুর কিভাবে যেন শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে গল্প গুচ্ছ হয়ে হাতে এসে আমার ছেলেবেলাকে মেয়েবেলার কোমল আভা বুলিয়ে দিলেন। আয়নায় প্রথম দেখলাম অন্য আমিকে। সেদিন জোড়াসাঁকো মিউজিয়ামটি ঘুরে দেখতে আমাদের প্রায় দেড় ঘন্টা সময় লেগেছিলো। ওনার লেখা, ওনার ব্যবহার করা আসবাবপত্র, ওনার কত রকমের পোশাক , লেখার টেবিল, ওনার আঁকা ছবি, ওনার সহধর্মিনী মৃনালিনী দেবীর উনুন আরও কত কি। মিউজিয়ামটির ভেতরে ছবি তোলা বারন। অগত্য বাড়ির বাইরে এবং ভেতরের প্রাঙ্গনে আমি আর আমার মেয়ে কিছু ছবি তুলে রবি আলো মেখে ফিরে এলাম।

সর্বত্র শান্তি বিরাজ করুক

পার্থপ্রতিম বড়ুয়া (সম্পাদক, কালচিনি করুনা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট)

সকলকে বুদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা। আজকের সময়ে সবাই অস্বস্তিতে রয়েছেন। তা হলো, কোথাও শান্তি নেই। কিছু কিছু দেশের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে রয়েছে। আবার কিছু দেশের অন্দরে জঙ্গি কার্যকলাপ হচ্ছে। সম্প্রতি আমাদের দেশ ভারতের কাশ্মীরে জঙ্গি হানায় কিছু নিরীহ পর্যটকের মৃত্যু হলো। এসবই কাম্য নয়। গৌতম বুদ্ধ মানুষ কিভাবে শান্তিতে থাকবে তার বার্তা দিয়ে গিয়েছেন। পৃথিবীর অসংখ্য দেশের মানুষ গৌতম বুদ্ধের দর্শন মনেপ্রানে গ্রহন করে ভালো আছেন। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত দেশের মানুষকে একযোগে গৌতম বুদ্ধের দর্শন মনেপ্রানে গ্রহন করতে হবে। তবেই সব দেশে শান্তি বিরাজ করবে এবং সব দেশের উন্নতি হবে। শান্তি ছাড়া কখনোই উন্নতি সম্ভব নয়। গৌতম বুদ্ধ যে দর্শন দিয়ে গিয়েছেন তা বিজ্ঞান। নিজের জীবনে ত্যাগ করে নিজে কষ্ট স্বীকার বা সাধনা করে গৌতম বুদ্ধ আবিস্কার করেন পঞ্চশীল। কেন মানুষের এতো দুঃখ , কিভাবে সবাই সুখে থাকবেন তার সুন্দর রাস্তা তিনি দেখিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু কেও যদি তা গ্রহন না করে তবে সে বা সেই দেশ বা সেই গোষ্ঠী ভালো থাকবে কি করে? গৌতম বুদ্ধ বলে গিয়েছেন --চুরি করা যাবে না, মিথ্যা কথা বলা যাবে না, ব্যভিচার করা যাবে না, নেশা দ্রব্য গ্রহন করা যাবে না, লোভ করা যাবে না, হিংসা করা যাবে না ইত্যাদি। এসব কোনো দেশের সব নাগরিক একসঙ্গে মনেপ্রানে গ্রহন করলে সেই দেশ পৃথিবীর এক ভিন্ন ধর্মী সেরা দেশে পরিনত হবে। সেই দেশ গোটা বিশ্বে নজিরও তৈরি করতে পারবে। সে যাই হোক আমরা কালচিনি করুনা চ্যারিটেবল ট্রাস্টের তরফে ডুয়ার্সের কালচিনি এলাকার নিমতি দোমহনিতে শিক্ষা বিস্তারের কাজ করে চলেছি। সেখানে রয়েছে আমাদের করুনা বিদ্যাপীঠ। তার মাধ্যমে আমরা বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদান করছি। আমাদের স্কুলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরন থেকে শুরু করে পোশাক বিতরন সবই হয়। গৌতম বুদ্ধের দর্শনে অনুপ্রানিত হয়েই আমাদের এই কাজ চলছে। আমরা বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসারও বন্দোবস্ত করেছি।

এবারের বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে আবারও আমাদের মূল বার্তা হলো, চারদিকে শান্তির বাতাবরন তৈরি হোক।

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা

(দ্বিতীয় অধ্যায় --২৪)

‘বেটা সাধনা তো ম্যায় সিদ্ধি প্রাপ্তিকে লিয়ে করতা হুঁ ফির কিঁউ লগে হুঁয়ে হ্যায়। ’মেরি সাধন সির্ফ উনকে সাথ জুড়ে রহেনেকে লিয়ে। যবতক সাধনা হ্যায় তবতক ইয়হ শরীর চলেগি। যিসদিন সাধনা রুক যায়েগী , সাঁস ভি রুক যায়গী। শরীর পঞ্চভূত সে বনী হ্যায় ফির উসী পঞ্চভূতমে লীন হো যায়গী। গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে বললেন--যবতক ইয়হ জলকি ধারা বঁহেগি তবতক গঙ্গা রহেগি। বেটা কর্মকে লিয়ে শরীর হ্যায়, শরীরকে লিয়ে কর্ম নহি। কর্ম এক অমর মাধ্যম হ্যায় । ইয়হ কর্ম হি সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকো এক নিয়ম সে নিয়ন্ত্রিত কর রহা হ্যায়।কর্ম রুক জানে সে ইয়হ সৃষ্টি, ইয়হ ব্রহ্মান্ড লুপ্ত হো যায়গী। ’ কথাগুলো কিছুদিন পূর্বে ঋষিকেশের এই গঙ্গার ধারে এক সাধু মহারাজ বলেছিলেন।---মুসাফীর।

(গত সংখ্যার পর)

আমি রোজই হাঁটতে বেরুই, মঙ্গলামাসীর মাঠটি এভয়েড করার জন্য একটু ঘুরপথে বাড়ি ফিরি, কিন্তু একদিন একটা কিছু যেন আমাকে মাসীর মাঠে টেনে নিয়ে গেলো। অন্ধকার হয়ে গেছে তার উপর ঘন কুয়াশা। ল্যাম্প পোস্টের আলো একটা ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। মাসীর বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ দরজায় তালা জানালাগুলো বন্ধ একটা জানালার একটা পাল্লা কোনভাবে খুলে গেছে হাওয়ার জন্য একবার খুলছে আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমি চবুতরার উপরে উঠে ভেতরে উঁকি মারলাম। জমাট বাঁধা অন্ধকার কিছুই দেখতে পেলাম না। ঠিক এমন সময় মনে হলো কেউ যেন ভেতর থেকে খোলা জানালার পাটটা বন্ধ করে দিল। আমি খুব চমকে উঠলাম বেশ জোর গলায় হাঁক দিলাম-- কোন হ্যায়রে? বাহার নিকলো। আমার ভয়ডর বলে কিছু নেই। জেদ চেপে গেলে নিচে উঠোনে ঢোকার একটা দরজা রয়েছে ওটার অবস্থাও খারাপ নিচে নেমে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলাম। খুব অবাক হলাম অনেক চেষ্টা করেও

সকলকে রবীন্দ্র জয়ন্তীর প্রীতি ও শুভেচ্ছা

Ph. : 8918338867
9733284678

দিকে দিকে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গীত,
রবীন্দ্র নৃত্য, রবীন্দ্র দর্শন ছড়িয়ে পড়ুক
রবীন্দ্র চর্চা আমাদের নতুন ভাবে নতুন পরিবেশের জন্য দিক

অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়

আনন্দ ধারা সঙ্গীত একাডেমি
হাকিম পাড়া, শিলিগুড়ি

দরজাটা ফাঁক করতে পারলাম না। ঠিক তখনই কেউ যেন বললো--তুরন্ত ওয়াপস চলা যাও। কে বললো , কোথাও তো কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কিছুটা বিরক্ত হয়ে আবার চবুতরায় ওঠার সিঁড়ির কাছে ফিরে এলাম। মনের মধ্যে এই মাঠটি ঘিরে সমস্ত স্মৃতি একটার পর একটা সিনেমার মতো ভেসে আসতে লাগলো। মনে হলো মাঠটা একবার ঘুরে দেখি, চওরা দিকটা কয়েক পা হাঁটতেই শেষ হয়ে গেলো যা আমার শৈশবে হাঁটতে গিয়ে অনেকটা সময় লাগতো, কখনো পারতামও না। মাঠটি লম্বায় বেশ বড় আমি হাঁটতে লাগলাম। কি আশ্চর্য্য যে মাঠে কৈশোর বেলায় আমরা ফুটবল ও ক্রিকেট খেলতাম সেই মাঠ এত ছোট হয়ে গেলো কি করে ? মনে প্রশ্ন উঠতেই ভাবলাম মাসীর অনুপস্থিতির সুযোগে প্রতিবেশীরা কেউ জমি এনক্রোচ করে নেয়নিতো ! রাস্তা যেমনটা ছিলো তেমনই রয়েছে দুপাশে তাকিয়ে দেখলাম, নাঃ দুদিকের বাড়ি দুটো যেমন ছিলো তেমনই আছে। তাহলে ? হঠাৎ করেই এই ''তাহলে''র উত্তরটা পেতেই মনটা হু হু করে উঠলো, যন্ত্রনা-কষ্ট সবমিলিয়ে আমার গলার কাছে কিছু একটা দলা পাকিয়ে উঠলো। পরক্ষনেই আমি কেঁদে ফেললাম,কতক্ষন এ অবস্থায় ছিলাম জানি না, হঠাৎ করে আমার সামনে ঘন কুয়াশার মধ্যে দেখলাম এক অশীতিপর বৃদ্ধা সমস্ত শরীর কাঁথায় মুড়ি দেওয়া হাতে একটি লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মনে হলো হঠাৎ করে মাটি ফুঁড়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। (ক্রমশ)

সবসময় মানুষের সঙ্গে আছি

পূজা মোক্তার

(কর্ণধার, ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি)

সকলকে বুদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা। ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি থেকে আমি প্রতিদিন মানুষের সেবায় নিযুক্ত রয়েছি। বিশেষ করে যারা আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর, যারা গরিব তাদের সঙ্গে সবসময় আমি রয়েছি |আবার রাস্তার ধারে পড়ে থাকা অসহায় অভুক্ত মানুষদের সঙ্গেও সবসময় রয়েছি।

যারা ভবঘুরে তাদেরকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে তাদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখছি। গরিব অসহায় মানুষকে সেবা করা আমার নেশায় পরিনত হয়েছে। কিন্তু এসব করতেও পয়সা দরকার। আমি আমার জমিজমা বিক্রি করে এসব করে থাকি। গরিব অসহায়দের মুখে হাসি ফোটাতেই আমার এই ধারাবাহিক কর্মসূচি। যাদের অর্থ আছে তাদের কেউ কেউ অনেক সময় সহযোগিতা করেন। কিন্তু পর্যাপ্ত নয়।

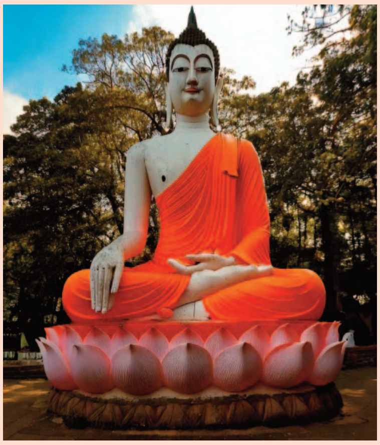

আমি আমার বাড়িতে ভাড়াটিয়া তুলে দিয়ে সেই ঘরে ভবঘুরেদের রাখি। তাদের নিয়মিত ওষুধ প্রদান, তাদের নিয়মিত খাদ্য প্রদান প্রভৃতির জন্য খরচ রয়েছে।

তাই যারা সেবামূলক কাজ করতে চান, যারা অসহায় মানুষদের পাশে থাকতে চান, আমার সঙ্গে সহযোগিতার হাত প্রশস্ত করতে পারেন। যোগাযোগ নম্বর ঃ ৮৯১৮৩৫৪৭৮৫

বুদ্ধ মানে কি

সুব্রত কর্মকার
(হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি)

এবারে ১২ই মে গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন। সেই উপলক্ষ্যে গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতেই এই লেখা। আজ চারদিকে হানাহানি চলছে। যুদ্ধের উন্মাদনা তৈরি হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে। একদল মানুষ একদল মানুষকে হিংসা করছে। এতে কারুরই উন্নতি হচ্ছে না। পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা সম্রাট অশোককে জানি। একসময় অশোক ছিলেন বিরাট যুদ্ধ-রাজা। চারদিকে সাম্রাজ্য বিস্তার করছিলেন। খুন, রক্তপাত তার মন বিবেককে কোনোভাবেই নাড়া দিতো না। যেমনটা আমরা দেখি ইতিহাসে, দস্যু রত্নাকরকে। কিন্তু কলিঙ্গ যুদ্ধের পর সম্রাট অশোকের মনে বিরাট পরিবর্তন আসে। চারদিকে মৃতদেহের বন্যা আর রক্ত দেখে তাঁর মনে পরিবর্তন আসে। এরপর তিনি গৌতম বুদ্ধের দর্শন অনুসরন করেন। আর গৌতম বুদ্ধের দর্শন অনুসরন করে তার মধ্যে বিরাট পরিবর্তন আসে। এরপর থেকে তিনি শান্তির জন্য গৌতম বুদ্ধের দর্শন অনুসরন করে সর্বত্র প্রচার করতে থাকেন। তিনি বুঝতে পারেন, উন্নতি আসতে পারে শান্তির মাধ্যমেই।

সেই গৌতম বুদ্ধের অনুরাগীরা বলে থাকেন,'' বুদ্ধং শরনং গচ্ছামি'' অর্থাৎ আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম। জীবনের মূল উদ্দেশ্য হলো মুক্তিলাভ বা বোধি লাভ। বুদ্ধত্ব অর্থ হলো পবিত্রতা, বুদ্ধত্ব অর্থ হলো পূর্ণ সত্য এবং চরম আধ্যাত্মিক জ্ঞান।

কারও মতে, গৌতম বুদ্ধ একজন মনিষী, কারও মতে তিনিই হলেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। বৌদ্ধদের অন্যতম আর একটি প্রধান মন্ত্র হলো, 'ওম মণি পদ্মে হুম' অর্থাৎ এর মধ্যেই সব শিক্ষার সারাংশ রয়েছে। বেশ শক্তিশালী মন্ত্র বলে ধরা হয় এই মন্ত্রকে।

বৌদ্ধ ধর্মের মূল শিক্ষাই হলো অহিংসা এবং অন্যের প্রতি সহানুভূতি। আমরা ব্যক্তিগতভাবে সকলে অহিংসা ও সহনশীলতা বজায় রাখতে পারলে আমাদের সমজের উন্নতি হবে এবং আমরা শান্তি লাভ করবো বলে গৌতম বুদ্ধ জানিয়েছিলেন। রাগ এবং ঘৃণার মতো খারাপ স্বভাব কেউ জয় করতে পারলে সমাজের হিংস্রতাও কমে যাবে বলে দর্শন দিয়ে গিয়েছেন গৌতম বুদ্ধ।

কর্ম সম্পর্কে গৌতম বুদ্ধ বলে গিয়েছেন, একজন জীবের প্রধান চালিকা শক্তি হলো কর্ম। জীবের বিভিন্ন রুপে জন্মগ্রহন ঘটে তার কর্ম থেকেই। যাকে বলে কর্মফল। কেউ ভালো কর্ম করলে তার ফল ভালো হবে আর খারাপ কাজ করলে তার ফল খারাপ হবে। গৌতম বুদ্ধ বলেছেন, একটি বীজ থেকে যেভাবে গাছ জন্মায় সেভাবেই একজন মানুষের দুঃখকষ্ট সব আসে তার কর্মফল থেকে। কেউ নিরাসক্তভাবে অতি উত্তম কাজ করলে সে দেবতারুপী মানুষ হয়ে ওঠে, আর অসৎ কাজের ধারা অনুযায়ী সেই মানুষ নরক,পশুস্তরে বিচরন করে এবং তার জন্ম হয় পশুকূলে।

ভারত নেপাল সীমান্তের কাছে অবস্থিত নেপালের লুম্বিনী নামক স্থানে ৬২৪ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে তাঁর জন্ম হয়েছিল। শাক্য বংশের ক্ষত্রিয় হিসাবে তিনি জন্মগ্রহন করেন। শৈশবে তাঁর নাম ছিলো সিদ্ধার্থ গৌতম। ৪৮৩ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে কুশী নগরে তিনি মহাপরিনির্বান লাভ করেন। তাঁর দাম্পত্য সঙ্গী ছিলেন যশোধরা। আর সন্তানের নাম ছিলো রাহুল।

তিনি মাত্র ২৯ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করেছিলেন। আর তিনি বিয়ে করেছিলেন ১৬ বছর বয়সে। সংসারের প্রতি তাঁকে মনোযোগী করতেই তাঁকে সুন্দরী যশোধরার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ বা জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। উত্তরপ্রদেশের বেনারস শহরের কাছে অবস্থিত সারনাথে তিনি প্রথম ধর্ম প্রচার করেছিলেন। একটানা ৪৯ দিন ধ্যান বা সাধনায় ডুব দেওয়ার পর বিহারের বোধগয়াতে একটি অশ্বথথ গাছের নিচে তিনি বোধ বা জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

গৌতম বুদ্ধের বাবা ছিলেন রাজা শুদ্ধোদন, আর মা ছিলেন রানী মায়া। পালি এবং প্রাকৃত ভাষায় গৌতম বুদ্ধ তাঁর ধর্ম প্রচার করেছিলেন। গোতমার বংশধর ছিলেন গৌতম বুদ্ধ। সেই গোতমা থেকে এসেছে গৌতম নামটি। যার অর্থ, যার কাছে বেশি আলো আছে।

ভূ-স্বর্গে

কলমে ঃ তন্ময় ঘোষ
(শিবরামপল্লী, শিলিগুড়ি)

পৃথিবীর বুকে জন্ম নেবে তুমি কবে?
দেখো, আকাশে-বাতাসে জমেছে যে কত
বিষ,
বিষবৃক্ষ কেটে ফেলো তুমি আজ,
ধরিত্রীর বুকে বর্ষিত হোক, তোমার
আশীষ।
তোমার আশীষে ধন্য হোক পৃথিবী,
পৃথিবীতে যেন জন্ম না নেয় বিষ ফল,
বিভাজন যদি বন্ধ না হয় পৃথিবী বুকে,
আমরা দেবো কি তবে দেশের নদীর জল?
জলই জীবন,জেনেছি শৈশব থেকে,
চোখের জলে ভিজে গেল কাশ্মীর,
বুলেটের আঘাতে জন্ম নিল ঘৃণা,
বন্ধ হঠাৎ পর্যটকের ভিড়।
ভিড়ের মাঝে কত নাগরিক হারিয়ে গেল,
পড়ে আছে পথে না দেওয়া গোলাপ ফুল,
জানিনা আবার শান্তি নামবে কবে,
শুধু দলা-দলি বলবে হয়েছে ভুল।
ভুলের মাশুল এভাবেই দেবে সবে?
মানবতা তবে, জন্ম নেবে কি আর?
ক্ষোভ জমে-জমে বিষাক্ত হয়েছে মন,
তুমি চাও না পৃথিবী শান্ত হোক আবার?
শান্তির বুকে থাক না সবাই বেঁচে,
এসব নিয়েই তোমরা থাকো ভুলে,
আবার যেন না ফেরে ভয়াবহ ফল,
ধরিত্রী যেন না ভাসে চোখের জলে।
চোখের জলের হিসাব কে দেবে আজ?
রজনীগন্ধা, আজও সুরভী ঢালে পৃথিবী
বুকে,
যুদ্ধ,হানাহানি এবার বন্ধ করো,
শান্তি প্রার্থনা করো একটু কাজের ফাঁকে।
প্রার্থনা করো সবাই এক সুরে,
প্রথমে মানুষ, ধর্ম যে তারপরে,
যাওনি তুমি স্বর্গে কখনো একা,
মনুষ্যত্ব যেন বেঁচে থাক চিরতরে।
বেঁচে থাক অহিংসা, বেঁচে থাক
শান্তি, মোদের দেশে,
হাতে-হাতে মোরা কাজ করি সব্বাই,
সবার অন্তরে মান-হুঁশ থাক বেঁচে,
সব ধর্মে আমরা যে ভাই-ভাই।
দেশে-দেশে যেন সদ্ভাব আসুক ফিরে,
সীমান্তে যেন শান্তির কড়া নাড়ে।
আবার হাসিমুখে যেন ফিরে, হানিমুনে আসা
রমণী,
বিভাজন তুমি মুছে যাও চিরতরে।
চিরতরে প্রভু,তুমি আসো হে ধরণী বুকে,
হিংসা-বিবাদ ধুয়ে যাক যেন আজ,
পৃথিবীর বুকে যেন ফিরে শান্তির নীরবতা,
পুণ্য আকাশে দিব্য আলোর সাজ।
আলোর জ্যোতি চোখেতে তুলে ধরো,
আলোর ঠিকানা দেখাও আঁধার মাঝে,
রাতের আকাশে তারাদের বিচরণ,
পুণ্য প্রভা মানব আজও খোঁজে।
পূর্ণ প্রভায় দূষনমুক্ত আজ,
মুক্ত করো হানাহানি, ছলাকলা,
বিদ্বেষ-বিষ ছুঁড়ে ফেলো, সবার অন্তর হতে,
দূর হোক, হিংসা-কপোট আর অবহেলা।

এবারের এই বুদ্ধ পূর্ণিমা সংখ্যা প্রকাশে যাদের অবদান ভোলার নয়

যাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়ে পত্রিকা প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন--

মৃনাল পাল (মনা) ঃ একজন শিল্পোদ্যোগী। সমাজসেবার মানসিকতা রাখেন সবসময়। কিন্তু নিজেকে প্রচারের আলোর বাইরে রাখেন। নিঃশব্দে কাজ করেন। শিলিগুড়ি সেবক রোড শিল্প তালুকে তাঁর প্রতিষ্ঠান রয়েছে সচিত্র গ্রুপ অফ কোম্পানিজ। সেই কোম্পানির তিনি প্রধান কর্ণধার। তাঁর দাদা প্রয়াত সচিত্র পালের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে তিনি প্রতিবছর সচিত্র পালের মৃত্যু বার্ষিকী ২২শে মে নর নারায়ন সেবার আয়োজন করেন।

পুস্পজিৎ সরকার ঃ একজন প্রতিভাবান এবং ব্যতিক্রমী শিক্ষক। দীর্ঘদিন শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। বিশ্ব ভারতীর প্রাক্তনী। শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়িতে তিনি শৈশবে বড় হয়ে ওঠেন। আর শৈশব থেকেই স্বপ্ন দেখেন কিভাবে গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবেন। শিক্ষক হয়ে তিনি সেই মহৎ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। শিলিগুড়ি তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির মাধ্যমে তিনি খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জ লাগোয়া দুধাজোতে এক বৈপ্লবিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। সেখানে তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তত্বাবধানে সেখানে চলছে তরাই বি এড কলেজ, তরাই নার্সিং ইন্সটিটিউট, তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, তরাই স্পোর্টস একাডেমি। এককথায় সেখানে যেমন অনেকের কর্মসংস্থান হচ্ছে তেমনই অনেকের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে তিনি এক অসামান্য কাজ করে চলেছেন। সবসময় মনে উচ্চ চিন্তা রাখেন।

সেনসি সহদেব বর্মন ঃ একজন কুডো প্রশিক্ষক । ছেলেমেয়েদের কুড়ো শিখিয়ে তিনি আত্মরক্ষার প্রশিক্ষন দিচ্ছেন। তাঁর কাছ থেকে প্রশিক্ষন নিয়ে বহু ছেলেমেয়ে আজ জাতীয় স্তরে পৌঁছে গিয়েছেন। প্রতিভাবান প্রশিক্ষক সহদেব বর্মন কুডো এম এম এ এসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি। ডিরেক্টর অফ নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া কে আই এফ আই।

অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায় ঃ একজন সঙ্গীত শিল্পী এবং সমাজসেবী। শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ায় তাঁর বাড়ি। আনন্দ ধারা সঙ্গীত একাডেমির মাধ্যমে তিনি ছেলেমেয়েদের সঙ্গীত শিখিয়ে সংস্কৃতি চর্চার বিকাশে সবসময় কাজ করে চলেছেন। আবার অসহায় দরিদ্র মানুষদের তিনি সবসময় সহযোগিতা করেন। বহু দুঃস্থ ও মেধাবী ছেলেমেয়েকে তিনি পড়াশোনার জন্য সহযোগিতা করেন।

আক্রাম হক ঃ একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক। ফুলবাড়ির পি এইচ ই রোডে তাঁর অফিস ও বাসস্থান। সেখানে তিনি পলিসি টাইমসের কার্যালয় খুলেছেন। উত্তরবঙ্গে কর্মসংস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করা তথা শিল্পোদ্যোগীদের বাইরে থেকে নিয়ে আসা, ছেলেমেয়েদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করার প্রশিক্ষন থেকে শুরু করে নানারকম সেবামূলক কাজ শুরু করেছেন তিনি। এমনকি গরিব সাধারণ মানুষদের বিনামূল্যে নামীদামী ডাক্তার দেখানোরও উদ্যোগ গ্রহন করেছেন।

শ্রীমতী পৃথা সেন ঃ একজন স্কুল শিক্ষিকা। কিন্তু তিনি একজন অসাধারণ বাচিক শিল্পী। কলাঙ্গন এর মাধ্যমে তিনি সুন্দর এক পরিবেশ তৈরি করছেন। বহু ছেলেমেয়ে সেখানে বাচিক শিল্পে তাদের প্রতিভা ফুটিয়ে তুলছে। তাছাড়া পৃথাদেবী একজন সমাজসেবীও, তিনি দরিদ্র অসহায় মানুষকে সেবা করতে ভালোবাসেন। গুনীজনদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা তাঁর এক উন্নত সংস্কৃতি মানসিকতার বিশেষ গুন।

শ্রীমতী বিন্দু শর্মা দাহাল ঃ বাড়ি শিলিগুড়ি প্রধান নগরে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা জি এইচ আর পিস ফাউন্ডেশনের তিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা অধিকর্তা। সমাজসেবা করা তাঁর নেশা। সবসময় দরিদ্র অসহায় মানুষের পাশে থাকতে ভালোবাসেন।

দীপিকা রক্ষিত বন্দ্যে ঃ বাড়ি মালবাজারে। তিনি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা জি এইচ আর পিস ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর, ন্যাশনাল চেয়ারম্যান। দরিদ্র অসহায় মানুষের পাশে থাকতে ভালোবাসেন। সমাজসেবা করার ভাবনায় সবসময় নিজেকে নিয়োজিত রাখছেন।

শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা লাহিড়ী ঃ বাড়ি শিলিগুড়ি ভারত নগরে। একজন গৃহবধূ হলেও বিভিন্ন বিষয়ে তিনি তাঁর প্রতিভা মেলে ধরছেন। যেমন তিনি একজন ভালো সঙ্গীত শিল্পী। তার সঙ্গে তিনি একজন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের স্ট্রেংথলিফটার। স্ট্রেংথলিফটিংয়ে তিনি শিলিগুড়ি তথা বাংলার সুনাম উচুঁতে মেলে ধরছেন জাতীয় স্তরে।

প্রদীপ বড়ুয়া ঃ ভারতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগে কর্মরত। বাগডোগরার ডিফেন্স কলোনিতে ভাড়া থাকেন। সমাজসেবা করতে ভালোবাসেন। তার সঙ্গে সৃজনশীলতা রয়েছে। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী পিঙ্কি বড়ুয়া, কন্যা ,পুত্র সকলের মধ্যে সৃজনশীলতা রয়েছে।

রাজু বড়ুয়া (খোকন) ঃ তিনি একজন বুদ্ধ অনুরাগী, শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া বিদর্শন ধ্যান আশ্রমের অফিস সম্পাদক। তাছাড়া তিনি একজন শিল্পীও। মূলত বাংলার লোকগান বা লোক সংস্কৃতির চর্চা তিনি করে থাকেন। তাছাড়া মাস্টারদা স্মৃতি সংস্থারও তিনি একজন কর্মকর্তা ।সামাজিক ও সেবামূলক কাজ করতে ভালোবাসেন তিনি। খবরের ঘন্টার বুদ্ধ পূর্ণিমা সংখ্যা প্রকাশে তিনি প্রতিবছর সহায়তা করেন।

পূজা মোক্তার ঃ বাড়ি শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরের পাশে, আসরফ নগরে। ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির একজন কর্নধার । রাস্তার ধারে পড়ে থাকা মানুষজন, যাদের দেখার কেউ নেই, তাদেরকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার পাশে অসহায় ভবঘুরেদের চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মানবিক কাজ।

লাভলী দেব ঃ শিলিগুড়ি লেকটাউনে স্বর্ণালী বুটিকের প্রধান কর্ণধার। মহিলারা কষ্ট সংগ্রামের মাধ্যমে স্বনির্ভর হতে পারেন, তার আদর্শ উদাহরন লাভলীদেবী। তিনি স্বর্ণালি বুটিকের মাধ্যমে সেবামূলক কাজও করেন। কিন্তু সেই সব সেবা কাজের তিনি প্রচার করেন না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাবকে সামনে রেখে তিনি সামাজিক ও মানবিক দায়বদ্ধতা পালন করেন।

পার্থপ্রতিম বড়ুয়া ঃ বাড়ি শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া লাগোয়া শরৎ পল্লীতে। একজন বৌদ্ধ অনুরাগী। বৌদ্ধ দর্শন অনুসরন করে বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক দায়বদ্ধতা পালন করেন। ডুয়াসের কালচিনিতে রয়েছে তাঁর কালচিনি করুনা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট। সেই ট্রাস্টের মাধ্যমে শিক্ষা দান, বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের মতো কাজ করে থাকেন।

সজল কান্তি বড়ুয়া ঃ বাড়ি জলপাইগুড়ি জেলার ফাটাপুকুরে। সেবামূলক কাজ করতে ভালোবাসেন। বৌদ্ধ অনুরাগী।

অশোক পাল ঃ বাড়ি মুর্শিদাবাদের তালগাছি ফুলবাগানে। লেখালেখি করতে ভালোবাসেন। খবরের ঘন্টাতে নিয়মিত কবিতা লেখেন। সেবামূলক কাজও করেন।

অসমঞ্জ সরকার ঃ বাড়ি শিলিগুড়ি মহকুমার শিবমন্দিরে। লেখালেখি করতে ভালোবাসেন। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। খবরের ঘন্টাতে নিয়মিত কবিতা লেখেন।

প্রদীপ কুমার বড়ুয়া ঃ বাড়ি অসমের ১৭ লুইত নগর , সাতগাঁও, গুয়াহাটি ,আসাম । বৌদ্ধ অনুরাগী। সেবামূলক কাজ করতে ভালোবাসেন।

পীযূষ বড়ুয়া ঃ বাড়ি শিলিগুড়ি পাঞ্জাবিপাড়াতে। শিলিগুড়ি সেবক রোডের শিল্প তালুকে তাঁর শিল্প কারখানা রয়েছে। বহু দিন ধরে লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে তিনি তাঁর শিল্প কারখানাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। বৌদ্ধ অনুরাগী। বৌদ্ধ দর্শন অনুসরন করে বিভিন্ন সেবামূলক কাজও করেন।

সিদ্ধার্থ বড়ুয়া ঃ বাড়ি শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরের পাশে। সেবামূলক কাজ করতে ভালোবাসেন। শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া বিদর্শন ধ্যান আশ্রমের সহকারি অফিস সম্পাদক। বৌদ্ধের জীবনের বিভিন্ন দিক নাটকের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে ভালোবাসেন। অভিনয় প্রতিভা রয়েছে। বৌদ্ধ অনুরাগী। ভালো ব্যাডমিন্টন খেলেন।